CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-151 ■ 9 March, 2025 ■ আগরতলা ৯ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে সরকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

নভসারি, ৮ মার্চ (হি.স.)।। আমাদের সরকার নারীর অধিকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার গুজরাটের নভসারিতে লাখপতি দিদিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দেশ যখন নতুন সংসদ পেল, তখন আমি নারী শক্তি সম্পর্কিত প্রথম বিলটি পাস করলাম। আরও ক্ষমতায়নের বিষয় হল, আমাদের রাষ্ট্রপতি, আদিবাসী পটভূমি থেকে আসা একজন মহিলা, সেই বিলটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। গান্ধীজি বলতেন, দেশের আত্মা গ্রামীণ ভারতে বাস করে। এখন, আমি আরও যোগ করছি যে গ্রামীণ ভারতের আত্মা গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের মধ্যে নিহিত। এই কারণেই আমাদের সরকার নারী অধিকার এবং মহিলাদের জন্য নতুন সুযোগ-সুবিধাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'নভসারির এই অনুষ্ঠানে আমরা নারীর শক্তি দেখতে পাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন নারীরা। এত বড় অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত পুলিশ এবং অফিসাররা সকলেই নারী। কনস্টেবল, এসপি, ডিএসপি থেকে শুরু করে উর্ধতন কর্মকর্তারা, এখানকার নিরাপত্তার দায়িত্ব নারীরাই পালন করছেন। এটি নারী শক্তির একটি উদাহরণ, যখন আমি আপনাদের সকলের সাথে দেখা করি, তখন আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে বিকশিত ভারতের সংকল্প পূর্ণ হবে এবং নারী শক্তি এতে বড় ভূমিকা পালন করবে।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তিকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ভারত সরকার সর্বদা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে আসছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'নারী দিবসে আমরা আমাদের নারীশক্তিকে প্রণাম জানাই! আমাদের সরকার সর্বদা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে আসছে, আমাদের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে।'

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী শক্তি বিকশিত ভারত গড়ার ভিত্তি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য মহিলাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর নারী শক্তি বিকশিত ভারতের অন্যতম ভিত্তি। ৮ মার্চ আর্নজাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে বিজেপি সদর গ্রামীন জেলা মহিলা মোর্চা আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজকে অত্যন্ত আনন্দের দিন। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের আন্দোলনরত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকারের ২ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

জনকল্যাণে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশই বর্তমান সরকারের সর্বাধিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রাজ্যের সর্বত্র উন্নয়নের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। জাতি, জনজাতি, মহিলা, শিশু, প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণে এই সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনেই রাজ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে বর্তমান সরকার ও প্রশাসন। বর্তমান রাজ্য সরকারের ২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহা একথা বলেন।

বর্তমান সরকারের দু''বছর পূর্তির অনুষ্ঠান মঞ্চে মন্ত্রিসভার সদস্য কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ কৃতিদেবী দেববর্মণ এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ জনকল্যাণমুখী রাজ্য সরকারের গত ২ বছরের সাফল্য সম্বলিত ১টি পুস্তিকা ও ফোল্ডারের আবরণ উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, বর্তমান সরকারের গত দু''বছরের সফলতার জন্য সকলস্তরের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক ও সাধারণ জনগণকে অভিনন্দিত করেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের সাফল্যের খতিয়ান সমগ্র রাজ্যবাসীর কাছে উত্থাপন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, জিডিপি বেড়েছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় বেড়ে হয়েছে ১,৭৭,৭২৩ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮২.৮২ হাজার কোটি টাকা। সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস''র ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ৭ বছরে রাজ্যে নতুন ২০-২২টি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। ৩০টি জনমুখী নীতি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি, পিএম উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারতের মত কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলির সঠিক ও সফল বাস্তবায়ণে রাজ্যের অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতাকে প্রযুক্তি নির্ভর করে প্রশাসন পরিচালনার মাধ্যমে রাজ্যে নতুন যুগের সূচনা করেছে।

২০১৮-১৯ থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে (জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত) ১৬,৮৫১ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। ৫,৭৭১ জনকে আউটসোর্সিং ও চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন সহ অন্যান্য মাধ্যমেও অনেকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে বেকারত্বের হার জাতীয় গড় থেকে কম।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রশাসনিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে চালু করা প্রতি ঘরে সুশাসন কার্যক্রমে রাজ্যের প্রায় ২৩ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। জনগণের অভাব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন কংগ্রেসের দায়িত্ব প্রাপ্ত সপ্তগিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকাকে ত্রিপুরার নতুন ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করেছে এ আই সি সি। কংগ্রেস দল ওড়িশার একমাত্র সংসদ সদস্য (এমপি) সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকাকে ত্রিপুরা, এবং উত্তর-পূর্বের আরও তিনটি রাজ্য -মণিপুর, সিকিম এবং নাগাল্যান্ডের নতুন ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের ইনচার্জ নিযুক্ত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো গতকাল রাজ্যে এসে পৌঁছন তিনি। রাজ্যে এসে রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যাপারে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন তিনি।

আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা , সুদীপ রায় বর্মন , গোপাল চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা।

দুর্নীতি ও অপশাসনের স্বর্গ রাজ্য ত্রিপুরা

বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। বিজেপি সরকারের আমলে দুর্নীতি ও অপশাসনের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে ত্রিপুরা। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্ব ক্ষেত্রে দুর্নীতির জাল রয়েছে। আজ সেই বিজেপি সরকার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ঘটা করে জনসভার আয়োজন করছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই বিজেপি সরকারকে আক্রমন করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, বিজেপি সরকার নির্বাচনী ইস্তেহারে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে সমস্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার এখন কোনো মুখ খুলছে না। তাঁদের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল রাজ্যে বেকার সমস্যা সমাধান করা। কিন্তু বর্তমানে বেকাররা চাকুরীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের পুরনো গ্রামোফোন

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। মিথ্যে তথ্য দিয়ে জনগণকে আটকে চায় সিপিএম। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। জনগণ সব বুঝতে পেরেছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম সবসময় পুরোনো গ্রামোফোন বাজাতে থাকে। তাঁদের আর কোনো কাজ নেই। বিলোনিয়ায় তিন বাম নেতাকে আদালতে আক্রমণের দায়ে দল থেকে বহিষ্কৃত পর্যন্ত করে নি। কারণ, সিপিএম নেতৃত্বদের মতে অভিযুক্তরা আদালতে আক্রমণ করেন নি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন তাদের। তাঁদের মতো রাজনীতি বিজেপি সরকার কখনো করে না।

মহিলারা সমাজের মেরুদন্ড রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তিকে কুর্নিশ জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, মহিলারা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড। শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ নিজের মনের কথা তুলে ধরেন রাহুল গান্ধী। তিনি লেখেন, 'মহিলারা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড। তাঁদের শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং কণ্ঠস্বর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করে।'

রাহুল আরও জানান, তিনি সর্বদা মহিলাদের পাশে আছেন। রাহুল টুইটে লিখেছেন, এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে, আমি আপনাদের পাশে আছি - যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রতিটি নারী নিজের ভাগ্য গঠন, স্বপ্ন পূরণ ও উচ্চতায় পৌঁছতে না পারেন।

পুলিশের হেফাজত থেকে উধাও হওয়া মিনি ট্রাক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ মার্চ।। ধর্মনগর পুলিশের হেফাজতে থাকা একটি মিনি ট্রাক গত ৩ মার্চ থেকে উধাও হয়ে যায়। পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতে ওই গাড়ির চাকা লক করে রাখা হয়েছিল, তবে রাতে অজ্ঞাত কেউ সেই লক ভেঙে গাড়িটি চুরি করে নিয়ে যায়।

৮ মার্চ ইছাই লালছড়ার ৫ নং ওয়ার্ডের একটি নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটি এলাকাবাসীর নজরে আসে। গাড়ির ভেতরে চাকার ভাঙা লক পাওয়া যায়, যা সন্দেহের সৃষ্টি করে। এরপর এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। চুরাইবাড়ি থানার ওসি খোকন সাহা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। বিস্ময়ের বিষয় হল, পুলিশ যখন ৩ মার্চ গাড়িটি আটক করেছিল, তখন গাড়ির নম্বর প্লেটটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বর্তমানে গাড়িটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পুলিশ বিষয়টির তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

অর্ধসমাপ্ত ৮ কোটি টাকার ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পের কাজ

সোচ্চার গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। নালার জল পান করে বেঁচে আছেন পাবিয়াছড়া বিধানসভার লালজুরি ব্লকের জয়মনি পাড়ার গ্রামবাসীরা। ৮ কোটি টাকার ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পের কাজ অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে। তাই এমনটাই অভিযোগ তুলে আর্নজাতিক নারী দিবসে এলাকার সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন রমণীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ৫০ পাবিয়াছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের লালজুরী ব্লকের আওতাধীন জয়মনি পাড়া পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের সাক্ষ্য আদাম গ্রামে ২০২২ এবং ২০২৩ ভিডাব্লিউএস দপ্তর থেকে জলজীবন মিশন নামে একটি ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট কাজ শুরু হয়েছিল। কাজের মোট ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ৭৫ হাজার টাকার।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অর্ধসমাপ্ত কাজ করে বন্ধ করা হয়েছে সেই জলজীবন মিশনের ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাজ। টাকাগুলো বাতাসের সঙ্গে উড়ছে। তাছাড়া, সেখানে কাজটির দেখাশোনার মত কেউ নেই এবং কাজগুলি অতি নিম্নমানের হয়েছে।

আরও জানা গিয়েছে, এই কাজগুলির দায়িত্বে কাঞ্চনপুর পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের আধিকারিকরা ছিল। সুষ্ঠু তদন্ত করে দ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

নিয়োগের দাবিতে ফের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও'র চেষ্টা চাকরি প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। একত্রে নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করতে যাচ্ছিলেন ২০২২ সালের এসটিজিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা। কিন্তু মাঝ রাস্তায় পুলিশ তাঁদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ ভ্যানে তুলে এডিনগর পুলিশ লাইনে নিয়ে গেছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক চাকরিপ্রার্থী জানিয়েছেন, রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। কিন্তু তারপরও রাজ্য সরকার শিক্ষক নিয়োগ করছে না বলে অভিযোগ ২০২২ সালের এস টি জি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা। তাই বেকার যুবক-যুবতীরা আজ নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করেন।

তাঁদের দাবি, ২০২২ সালে তারা এসটিজিটি পরীক্ষায় বসেছিল। সে সময় শূন্য পদ ছিল ২৩০টি। বর্তমানে তারা জানতে পারে সাতশোর মত শূন্য পদে রাজ্য সরকার নিয়োগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরীক্ষায় বসা সকলকে একসঙ্গে নিয়োগের দাবিতেই আজ তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।

রাজ্যে বিজেপি সরকারের বর্ষপূর্তি শুধুই ব্যক্তিপূজা ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আহূত জনসমাবেশে মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং চাপ সৃষ্টি করে জড়ো করার চেষ্টা করছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর দাবি, বিজেপি বুঝে গেছে জনসমাবেশে ঘিরে জনগণের আগ্রহ কম।

এদিন, বিজেপির দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির প্রসঙ্গে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালন হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, কারণ ৭ বছর পূর্ণ হলেও ফ্লেক্স ও হোর্ডিংয়ে শুধু দুই বছর পূর্তি তুলে ধরা হচ্ছে। তাহলে এটি কি ব্যক্তিপূজা নয়, প্রশ্ন ছুঁড়েন তিনি। এছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্য, বিরোধীরা উন্নয়ন নিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে, এর পাল্টা জবাবে তিনি বলেন, দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছে এবং জনগণ বিজেপি সরকারের প্রতি আরও আস্থা হারাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, রাহুল গান্ধী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোক আদালতে ২১২৪৭টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। আজ এবছরের প্রথম জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে শনিবার লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন মোট ৪২টি বেঞ্চে ২১,২৪৭টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়।

জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের মামলা ৩৪০টি, ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৩,৫০৯টি মামলা, বিএসএনএলের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত ১,২৪৫ টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমবি অ্যাক্ট, টিপি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইস অ্যাক্ট) ১৫,৮১৫ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ২৬০টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত ৫২টি মামলা, ক্রেতা স্বার্থ সংক্রান্ত ১০টি মামলা, চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে ৮টি এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বধূর আত্মহত্যার চেষ্টা

চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। সাংসারিক বিবাদের জেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা নেয় সদ্য বিবাহিতা এক গৃহবধূ। শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে কমলপুর থানার বালিগাঁও পঞ্চায়েতের নমঃশুদ্র পাড়ায়।

বিবরণে জানা গেছে, গত ৭ / ৮ দিন আগে কমলপুর থানার বালিগাঁও পঞ্চায়েতের নমঃশুদ্র পাড়ার বাসিন্দা নারায়ন নমঃশুদ্রের ২৬ বছরের ছোট ছেলে হিরালাল নমঃশুদ্রের সাথে ঊনকোটি জেলার পেচারথল এলাকার ১৮ বছরের যুবতী সীমা নমঃশূদ্রের সামাজিক ভাবে বিবাহ হয়। খবর নিয়ে জানা যায়, ৩ দিন আগে ফিরা যাত্রা থেকে আসার পর থেকে তাদের মধ্যে শুরু হয় ঝামেলা। শনিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ ঘরের পেছনদিকে গিয়ে নব গৃহবধূ নিজ শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। গায়ে প্রায় আধ ঘন্টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এক সাফল্যের গল্প

ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রমের এক উজ্জ্বল উদাহরণ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ মার্চ।। ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রম থাকলে সাফল্য নিশ্চিতএর উজ্জ্বল উদাহরণ রৌয়া গ্রামের প্রতিমা দেবনাথ।আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "লাখপতি দিদি" প্রকল্পের ঘোষণা অনেক মহিলার মুখে হাসি ফুটিয়েছে। এই বিশেষ দিনে প্রতিমা দেবনাথ তাঁর জীবনের সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প ভাগ করে নিলেন।

উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার রৌয়া গ্রামের তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রতিমা দেবনাথ ২০১০ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্বামী হরিধন দেবনাথ, এক পুত্রসন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। সংসারের স্বচ্ছলতার কথা ভেবে তিনি ২০১৬ সালে "উমা" স্ব-সহায়ক দলে যোগ দেন।

প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সুপারি ব্যবসা শুরু করেন প্রতিমা। দামছড়া, কাঞ্চনপুর, পেচারথল ও জলেবাসা এলাকা থেকে তিনি সুপারি সংগ্রহ করতেন এবং তা রোদে শুকিয়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতেন। সময়ের সঙ্গে ব্যবসার কৌশল রপ্ত করে তিনি সুপারি প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে আরও জানতে পারেন এবং বর্তমানে তিনটি প্রধান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৯ মার্চ,২০২৫ ইং ২৪ ফাল্গুন, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নারীদের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার

আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এটি নারীদের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকারের দিন। সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হইয়াছে। কর্ম ক্ষেত্রে দক্ষতা সহ নানা পেশায় যুক্ত নারীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস এইসব কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলিবে না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা যাতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া সকলকে কাজ করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারীদের ক্ষমতায়ন ও অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার গ্রহণের দিন। সারা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশ ও রাজ্যেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হইলেও নারীরা এখনো পর্যন্ত তাহাদের অধিকার সঠিকভাবে ভোগ করিতে পারিতেছেন না। এর দায় শুধুমাত্র নারীদের উপর ফেলিয়া দিলে চলিবে না, ইহার দায় মাথা পাতিয়া নিতে হইবে পুরুষ সমাজকেও। কেননা আমাদের দেশ ও রাজ্য এখনো পুরুষ শাসিত বলিলে ভুল হইবে না। এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা এখনো শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার সাংবিধানিক অধিকার হইলেও ইহার সঠিক বাস্তবায়ন হইতেছে না। এজন্য নারীদের আরো লড়াই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর না করিয়া প্রকৃত অর্থেই নারীরা যাহাতে তাহাদের অধিকার ভোগ করিতে পারেন তাহা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্রশক্তিকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতি বছর মার্চ মাসের ৮ তারিখে পালিত হয়। সারা বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান উপলক্ষ হিসেবে এই দিবস উদযাপন করিয়া থাকেন। বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারীদিবস উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য এক এক প্রকার হয়। কোথাও নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা উদযাপনের মুখ্য বিষয় হয়, আবার কোথাও মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাটি বেশি গুরুত্ব পায়।এই দিবসটি উদযাপনের পেছনে রহিয়াছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নামিয়াছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলে সরকার লেঠেল বাহিনীর দমন-পীড়ন। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়াছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করিবার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয়ঃ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম-অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হইবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হইতে লাগল। বাংলাদেশেও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার লাভের পূর্ব থেকেই এই দিবসটি পালিত হইতে শুরু করে। এরপর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। এরপর থেকে সারা পৃথিবী জুড়িয়াই পালিত হইতেছে দিনটি নারীর সমঅধিকার আদায়ের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করিবার প্রত্যাশা নিয়া। সারা বিশ্বের সকল দেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরিয়া ৮ মার্চকে নারী দিবস হিসেবে পালন করিয়া আসিতেছে সারাবিশ্বের মানুষ। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সংক্ষেপে আইডব্লিউডি বলা হইয়া থাকে। শ্রমিক আন্দোলন থেকেই উদ্ভূত হয় নারী দিবসের ধারণা। পরবর্তীতে দিনটি জাতিসংঘের স্বীকৃত পায় এবং প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হইতে থাকে।

ক্লারা জেটকিন, যাহার হাত ধরিয়া আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ধারণা প্রতিষ্ঠা পায়।

১৯০৮ সালে কর্মঘণ্টা কমাইয়া আনা, বেতন বৃদ্ধি এবং ভোটাধিকারের দাবিতে প্রায় ১৫,০০০ নারী নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় আন্দোলনে নামিয়াছিল। মূলত এই আন্দোলনের মাঝেই লুকাইয়া ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে নারী দিবস পালনের বীজ। এই আন্দোলনের এক বছর পর আমেরিকার সোশ্যালিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম জাতীয় নারী দিবস ঘোষণা করে।জাতীয় পর্যায় থেকে দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পরিণত করিবার প্রথম উদ্যোগটি নিয়াছিলেন কমিউনিস্ট ও নারী অধিকার কর্মী ক্লারা জেটকিন। ১৯১০ সালে তিনি কোপেনহেগেনে কর্মজীবী নারীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ ধারণার প্রস্তাব দেন। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ১৭ দেশের ১০০ জন নারীর সকলেই তাহার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেন।

এরপরের বছর, অর্থাৎ ১৯১১ সালে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো পালিত হইয়াছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ২০১১ সালে পালিত হয় দিনটির শতবর্ষ। প্রতি বছর একটু একটু করিয়া এগিয়ে ২০২৫সালে আজ আমরা পালন করছি ১১৩তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস।আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ধারণাটি যখন ক্লারা উত্থাপন করেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করেননি।১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের আগ পর্যন্ত দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট করা যায়নি বলিয়াই উল্লেখ রহিয়াছে । একই বছর রুশ নারীরা ''রুটি এবং শান্তি''-এর দাবিতে তৎকালীন জারের (রাশিয়ার সম্রাট) বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরু করেন; এর ৪ দিনের মাথায় গদি ছাড়তে বাধ্য হইয়াছিল জার এবং জারের গদিতে বসা অস্থায়ী সরকার তখন নারীদের আনুষ্ঠানিক ভোটাধিকার দিয়াছিলেন।সে সময়ে রাশিয়ায় প্রচলিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, নারীদের ধর্মঘট শুরু হইয়াছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি, রোববার। আর গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে এই দিনটি ছিল ৮ মার্চ; পরবর্তীতে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৮ মার্চকেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিবসটি শুধু মাত্র নারীদের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্র হিসাবেই চিহ্নিত করিলে চলিবে না এই দিবসটিকে শ্রদ্ধায় মননে প্রত্যেককে পালন করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে সভ্যতার সংকট আর একবার লিখতেন

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

জীবন সায়াহ্নে সভ্যতার সংকট রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফেলে আসা সময়ে দেখেছিলেন সভ্যতার পরীকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীর আকাশে শুনেছিলেন মানবতার বিষণ্ণ হাহাকার। ক্রান্তদর্শী - রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রান্তলগ্নে মানুষের প্রতি বিশ্বাস অটুট রেখেছিলেন। যুদ্ধের মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে আশা করেছিলেন ইতিহাসের নতুন দিগন্ত। মনে করেছিলেন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দু'দশক পরে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন নতুন করে বিশ্বসংঘাতের আয়োজন। ১৯৪১-এ তাঁর জীবনাবসানের সময় ইউরোপ এশিয়ার রণাঙ্গণ জুড়ে তখন চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইউরোপের ফ্যাসীবাদ এই যুদ্ধের যে প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ৫ আগস্ট ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত বন্ধু চার্লস এন্ড্রুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে "ফ্যাসীবাদের কর্মপদ্ধতি ও নীতিসমগ্র মানবজাতির উদ্বেগের বিষয়। যে আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করে, বিবেক-বিরোধী কাজ করতে মানুষকে বাধ্য করে এবং হিংস্র রক্তাক্ত পথে চলে বা গোপনে অপরাধ সংঘটিত করে আমি বরাবরই বলেছি, পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি সযত্নে উগ্রজাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে লালন পালন করে সারা পৃথিবীর সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সৃষ্টি করেছে।'' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংবাদ পেয়ে কবি মর্মাহত হয়েছিলেন। ১৯৩৯-এর অক্টোবরের ''মডার্ন রিভিউ'' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন- "জার্মানীর বর্তমান শাসকের দাম্ভিক ন্যায়হীনতায় বিশ্বের বিবেক আজ গভীরভাবে আহত। বর্তমান পরিস্থিতি, পূর্বের অনেকগুলি ক্ষেত্রে দুর্বলের অসহায় পীড়নের চূড়ান্ত পরিণতি।" যে পশ্চিমা দেশগুলি ছিল রেনেশাঁর জন্মদাতা, বিজ্ঞানী গড়ে তোলার কারিগর, মানবতাবাদী শিক্ষার সৃষ্টি ভূমি, রবীন্দ্রনাথ দেখছেন সেইসব দেশগুলি আজ যুদ্ধবাজ শক্তিতে পরিণত। তারা যুদ্ধের হারজিত নিয়ে অঙ্ক কষে চলেছে। তাদের লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না, তারা সজাগ থাকে, তাদের এতটুকু লোকসান যেন না হয়। এই সর্বভুক লালসা মনুষ্যত্বকেও গ্রাস করছে। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরীতে সাম্রাজ্যবাদী জগতের দিকে তাকিয়ে তাই লিখছেন-''আজ মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এই জন্যই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা এত সহজ হল। তাই পাশ্চাত্যে মানুষের ফুলে ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপসে যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্বভুক পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে, আর কোনওদিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয়নি।'' রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের পর মানুষের তৈরি পারমানবিক বোমার প্রয়োগ হয়েছিল মানুষেরই ওপর। মারণাস্ত্রের আঘাতে এতো বড়ো ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ইতিহাসে মানুষ কম দেখেছে। যার মারণ বিষক্রিয়া বহু দশক ধরে মানুষ বহন করে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধু রক্তক্ষয়ী অর্থক্ষয়ী হয়ে ওঠেনি। পৃথিবীর সব সীমান্তেই শোনা গিয়েছিল সভ্যতার পতনের শব্দ। এই পতন ছিল ফ্যাসীবাদের পদধ্বনি। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসীবাদ ক্রমশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মধ্যে দিয়ে ফ্যাসীবাদের পতনও যেমন হয়েছিল, পরবর্তীকালে পৃথিবীর রাজনীতি ও সমাজের মধ্যে তার প্রভারও রয়ে গেল গভীর ভাবে। দেখা গেল বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হয়ে এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলেও তৈরি হয়েছিল সভ্যতার নতুন সঙ্কট। বৃহৎ শক্তিগুলির স্নায়ুযুদ্ধ ঘিরে ধরল পৃথিবীকে। সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদী দুই শিবিরে ভাগ হওয়া শক্তির ছায়ায় তখন তৃতীয় বিশ্বের দেশ। এ সব দেশে চলতে থাকা জাতীয় আন্দোলনগুলি কেও তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা শুরু করে। আসলে এশিয়া আফ্রিকার দস্যুবৃত্তিই ছিল তাদের ধনসঞ্চয়ের উপায়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শুরু হয়েছিল শোষণ লুণ্ঠনের নতুন যুগ। রাশিয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ মানবতার যে সাফল্য দেখেছিলেন পরবর্তীকালে তারই আভাস জেগেছিল চিন ও কিউবার গণবিপ্লবে। উড়েছিল শোষিত মানুষের বিজয় পতাকা। এরই মধ্যে তৈরি হচ্ছিল ভিয়েতনামের মাটিতে মার্কিন আধিপত্যবাদের নতুন ষড়যন্ত্র। সবুজ ফসলের দেশ ভিয়েতনা-মকে তারা পরিণত করেছিল শশ্মানভু মিতে। মারণাস্ত্রের পাশাপাশি ক্ষেতের ফসল পুড়িয়ে ক্ষুধাস্ত্র দিয়ে লাখো মানুষকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তারা। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন অখণ্ড ভারতাত্মা রূপে। সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীর ভারতবর্ষ তার কাছে ছিল মহামানবের সাগরতীর। যে দেশের মানুষকে তিনি ঐক্যের বাণী শুনিয়েছিলেন সে দেশের স্বাধীনতা এসেছিল দেশভাগের মধ্যে দিয়ে। বিভাজনের এই সংকটকে রবীন্দ্রনাথ দেখেননি। সীমান্তরেখা ধরে বাঁধা হয়েছিল যা ডক্লিফ লাইনের বিষাক্ত কাঁটাতার। ধর্মকে ভিত্তি করে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষ বয়ে গেল জাতির অন্তরে। তখন আপন দেশের মানুষের রক্ত ঝরেছে প্রতিনিয়ত। দেশের সেই বিপন্নতা আজও কুরে কুরে খাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তার জীবনের শেষ প্রতিভাষণ ''সভ্যতার সংকট'' হয়তো আরও দীর্ঘায়ত করতেন। সমাজ সভ্যতার শুরু থেকেই দ্বন্দ্ব। ক্ষমতার দ্বন্দ্বই এনেছে বৃহৎ সংকট। ইতিহাসের এক এক মোড় বদলে যেমন উত্তরণ এসেছে, পরবর্তীকালে আধিপত্যের দ্বন্দ্বে সভ্যতার সংকট নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। সমাজ সংকটকে আজও বহন করে চলেছি নতুন শতাব্দীতেও। এই শতকের গোড়াতেই দেখেছি যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীর নতুন চেহারা। ইরাকের মাটিতে ২০০২ সালে নতুন করে খসে পড়েছে যুদ্ধবাজদের মুখোশ। কেড়ে নিয়েছে লাখো নারী শিশুর জীবন। গৃহযুদ্ধের নখরাঘাত এখনও তাদের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে চলেছে। প্যালেস্টাইনের দুর্জয় মাটিতে যুদ্ধের আগুন। গাজার অর্ধেক ভূখণ্ড হয়ে উঠেছে কবরস্থান। শেষ হয়ে গেছে সেখানকার ছয় শতাংশ মানুষের জীবন। আফগানিস্তানের স্বাধীনতা এখন তালিবানী গারদে বাঁধা। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ফুলের মতো সুন্দর ইউক্রেন। লেবানন, সিরিয়া, মায়ানমারে এখনো লাখো শরণার্থীর স্রোত। রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকাকে দেখেছিলেন ছায়াবৃতা কালো ঘোমটার নিচে। এক সময় সেখানকার সূর্যহারা অরণ্যের গভীরে এসেছিল ক্রীতদাস শিকারির দল। সমুদ্র পেরিয়ে এ ছিল এক অবাধ মানব লুণ্ঠন। ক্রীতদাসের যুগ আর নেই। আফ্রিকার বহুদেশে এখন গৃহযুদ্ধ আর গোষ্ঠীর লড়াই। দরিদ্র দেশগুলোর মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে খোলা আকাশের নীচে। কাটাচ্ছে অনাহারের দুঃসহ জীবন।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াগের এতোগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও দেখি তাঁর স্বপ্নের আন্তর্জাতিকতাবাদ আজও সফল হয়নি। সফল হয়নি মানবতার মুক্তির স্বপ্ন। তাঁর দেখা ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমান আজও রয়ে গেছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যে মানবাত্মার বিজয়গাথার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজকের সময়ে তা আরো বেশি করে প্রসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে আজও রয়েছে সংকট। চলেছে মারণাস্ত্র কেনাবেচা, আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা, শুধু ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য মানব নিধন। এসেছে মূল্যবোধের সংকট। এই সংকট কালও ছিল, আজও আছে। যা প্রতিদিন আমাদের মনুষ্যত্বে আঘাত হেনে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অভিভাষণে শুনিয়েছিলেন সভ্যতার সংকট। তিনি বেঁচে থাকলে আজও শুনতেন মানবাত্মার ক্রন্দন। হয়তো আবার শোনাতেন নতুন অভিভাষণ। মানুষের প্রতি বিশ্বাস অটুট রেখে আবার নতুন করে লিখতেন সূর্যোদয়ের দিগন্তের কথা। সময়ের স্রোতে আজকের প্রজন্মের কাফেলা অব্যাহত থাকবে। সূর্য ওঠার আগে ভোরের আলোয় তারা কি তাকিয়ে দেখবে দীর্ঘদেহী কেউ চলেছেন তাদের সাথে, দূরে দূরে তাঁর ছায়া। সিংহাবোলকনে মাঝে মাঝে তাদের দেখে নিচ্ছেন সেই পথিক। হয়তো কোথাও আবার লিখতে বসবেন পরাজিত মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পুরুষ অধিকারের জন্য নানা দেশে লড়ছেন যে নারীরা

অমিতাভ ভট্টশালী

কলকাতা লাগোয়া দমদমের বাসিন্দা তুহিন ভট্টাচার্য আমাকে বছর কয়েক আগে নিয়ে গিয়েছিলেন তার বাড়ির কাছে সেই রেললাইনের ধারে, যেখানে তিনি ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন।

মি. ভট্টাচার্যতার আগে আরও দুবার চেষ্টা করেছেন নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার। পারেন নি। ফিরে এসেছেন প্রতিবারই। 'বৈবাহিক জীবনের সেই চরম অশান্ত সময়ে আমি পাশে পেয়েছিলাম দু'জন নারীকে। একজন আমার মা, আরেকজন আমার দিদি। আর আরও পরে পেয়েছিলাম নন্দিনী দি-কে,' বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য। এই 'নন্দিনী-দি' হলেন নন্দিনী ভট্টাচার্য্য, অল বেঙ্গল মেনসফোরামের প্রধান। একজন নারী হয়েও তিনি পুরুষদের অধিকারের লড়াই লড়ছেন অনেক বছর ধরে। "নন্দিনীর মতো বিভিন্ন দেশের ১৪জন নারীকে বিশ্ব পুরুষ দিবসের 'দূত' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি,'' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক জেরোম তিলকসিং। অধ্যাপক তিলকসিংয়ের উদ্যোগেই সেই ১৯৯৯ সাল থেকে ১৯শে নভেম্বর দিনটি 'বিশ্ব পুরুষ দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। তাকেই মনে করা হয়ে থাকে সারা বিশ্বে পুরুষদের অধিকার আন্দোলনের অভিভাবক। তিনি বলছিলেন, গত ২৫ বছর ধরে বিশ্ব পুরুষ দিবস চেষ্টা করে আসছে পুরুষরা যাতে বিভিন্ন ধরণের বাধা অতিক্রম করতে পারেন,মানসিক আঘাত সামলিয়ে উঠতে পারেন। যে সব পুরুষ একা বা প্রান্তিক বোধ করেন, তাদের পাশে আমরা নানা ভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে থাকি। "দুঃখজনক হলেও এটা ঘটনা যে বিশ্ব পুরুষ দিবসটি কিন্তু জাতি সংঘের কোনও স্বীকৃতি পায় নি। আমরা একাধিকবার চেষ্টা করেছি। বিশ্ব নারী দিবস স্বীকৃতি পেলেও আমরা কোনও স্বীকৃতি পাই নি,'' বলছিলেন অধ্যাপক তিলকসিং।

নারীরা যখন 'পুরুষ-অধিকার' আন্দোলনে আফ্রিকার রোজম্যারি কিনিয়ার পুরুষ অধিকার আন্দোলনের অন্যতম মুখ রোজম্যারি মুথোনি কিনুথিয়া।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আফ্রিকান বয় চাইল্ড নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক তিনি। নাইরোবি থেকে বিবিসি বাংলাকে মিজ. কিনুথিয়া বলছিলেন, আমার ছোটবেলা কেটেছে বাবা আর দুই ভাইয়ের সান্নিধ্যে। মা অন্য জায়গায় থাকতেন। যে অঞ্চলে আমি বড় হয়েছি, সেটা নানা ধরণের অপরাধমূলক কাজের জন্য কুখ্যাত ছিল। "আমার বাবা মারা যান ২০১৬ সালে। কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরে তাকে যে মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছি, আমি দেখেছি কাছ থেকে। আফ্রিকায় পুরুষরা তো কখনও মুখ ফুটে বলে না তাদের মানসিক যন্ত্রণার কথা। তাই বাবা চলে যাওয়ার বছরেই আমি ঠিক করি যে পুরুষদের জন্য কিছু করতে হবে আমাকে। চাকরি ছেড়ে দিই আমি" জানাচ্ছিলেন মিজ. কিনুথিয়া।

দিল্লির দীপিকা- দিল্লির বাসিন্দা দীপিকা নারায়ণ ভরদ্বাজ একজন সাংবাদিক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা। "পুরুষ অধিকার আন্দোলনে আমরা জড়িয়ে পড়া একটা ব্যক্তিগত ঘটনার মাধ্যমে। আমার এক কাজিনের বিয়েটা ভেঙ্গে যায় মাত্র মাস তিনেকের মধ্যে। তার সেই প্রাক্তন স্ত্রী আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে বধূ-নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন। এমন কি আমিও নাকি তাকে নিয়মিত মারধর করতাম, এরকম মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়,'' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মিজ. ভরদ্বাজ। "আদালতের বাইরে অনেক অর্থ দিয়ে সেই বিষয়টি আমরা মিটিয়ে নিই। ওই মামলার ব্যাপারেই আমি যখন নানা জায়গায় যাতায়াত করি, তখনই বুঝতে পারি যে পুরুষরা যখন নির্যাতনের শিকার হবেন, তাদের জন্য সেরকম কোনও আইনি সুরক্ষাই নেই! সেই থেকেই আমার কাজের শুরু। 'মার্টার্স অফ ম্যারেজ' (বিবাহের শহীদ) নামে আমি একটি তথ্যচিত্র তৈরি করি। সেখানে বধূ-নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগে কীভাবে বহু পুরুষের জীবন শেষ হয়ে গেছে, সেই কাহিনী তুলে ধরেছিলাম,'' বলছিলেন দীপিকা নারায়ণ ভরদ্বাজ।

কলকাতার নন্দিনী- "আমি অবশ্য কোনও ব্যক্তিগত ঘটনার কারণে এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি নি" বলছিলেন অল বেঙ্গল মেনসফোরামের প্রধান নন্দিনী ভট্টাচার্য। তার কথায়, "আমার চারপাশে সব সময়ে নানা ঘটনা দেখতাম যা থেকে আমার মনে হত যে পুরুষদের অবস্থাটা বেশ সঙ্গিন। প্রথমে তারা তো মা এবং স্ত্রীর চাপে একটা খুব দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থাকেন। এরপর তার যদি পুত্র সন্তান থাকে, তার বিয়ের পরে যখন সেই পুরুষটি শ্বশুর হন, তখন নিজের স্ত্রী এবং পুত্রবধূর চাপ পড়ে পরিবারের প্রধান পুরুষটির ওপরে। "অনেক ক্ষেত্রেই যেন বিনা দোষে দোষী বলে দাগিয়ে দেওয়া হয় পুরুষদের। যেমন ভিড় বাসে যদি ঝাঁকুনির কারণেও কোনও নারীর গায়ে ছোঁয়া লাগে, তাহলে তিনি ভেবে নেবেন যে পুরুষটি তার শরীর ছুঁতে চাইছেন। অফিসে কোনও নারীকে যদি কিছু বলেন আমি এটাই দেখে এসেছি যে পুরুষটি জনরোষের শিকার হয়ে যান। ভীষণ একপেশে মনে হত এগুলো দেখতে দেখতে আমার পুরুষ অধিকার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া,''বলছিলেন নন্দিনী ভট্টাচার্য। নারী হয়েও কেন পুরুষদের জন্য লড়াই? তথ্যচিত্র নির্মাতা ও ভারতে পুরুষ অধিকার আন্দোলনের অন্যতম মুখ দীপিকা নারায়ণ ভরদ্বাজ বলছিলেন, "আমি ২০১২ সালে প্রথম কাজ করতে শুরু করি পুরুষদের অধিকার নিয়ে, তখন অনেকেই আমাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতেন যে একজন নারী হয়ে আমি কেন পুরুষদের হয়ে লড়ছি। এখন অবস্থাটা অনেকটা বদলিয়েছে। কিন্তু এখনও আমার মতো কেউ পুরুষদের অধিকার নিয়ে কথা বলছে, এমন নারীর সংখ্যা আপনি হাতে গুনতে পারবেন।" তবে তিনি এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে বহু পুরুষও কিন্তু দশকের পর দশক ধরে নারী-অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, আন্দোলনে নেমেছেন, বলছিলেন মিজ. ভরদ্বাজ। তার কথায়, "কোনও নারীর ওপরে নিরযাতন হলে যেমন বহু পুরুষ এগিয়ে এসেছেন, তেমনই কোনও পুরুষের ওপরে নির্যাতন হলে এগিয়ে আসা, প্রতিবাদ করা তো নারী হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য।" এই একই ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে অন্যান্য নারীদেরও, যারা পুরুষ অধিকার আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন। কেনিয়ার রোজম্যারি কিনুথিয়া বলছিলেন, "এবছরের বিশ্ব পুরুষ দিবস উপলক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার একটা ভাষণ আছে ১৯শে নভেম্বর। সেটার পোস্টার আমি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করতেই নারীবাদীরা আমাকে সাংঘাতিক ট্রল করতে শুরু করলেন। তারা প্রশ্ন তুললেন যে একজন নারী হয়ে আমি কীভাবে পুরুষদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারি! পুরুষদের ব্যাপারে আমি কীইবা বুঝি! অথচ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীরা নন, পুরুষরাই আমাকে ভাষণ দেওয়ার জন্য ডেকে নিয়েছিলেন।"

বিশ্ব পুরুষ আন্দোলনের প্রধান অভিভাবক অধ্যাপক জেরোম তিলকসিং বলছিলেন, "আমাদের সঙ্গে নারীদের তো কোনও বিরোধ নেই! নারী-পুরুষ মিলেই তো একটা পরিবার। ক্যান্সার আক্রান্ত কোনও পুরুষকে তো তার স্ত্রী বা বোনই কিমোথেরাপি দিতে নিয়ে যান! আবার তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটানো কোনও পুরুষকে তো একজন নারী --- তিনি স্ত্রী অথবা বান্ধবী যে কেউ হতে পারেন, তিনিই তো সঙ্গ দেন!" এই প্রতিবেদন যার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই তুহিন ভট্টাচার্য্যের পাশে তো তার মা আর দিদিই দাঁড়িয়েছিলেন!

"সারা বিশ্বে পুরুষদের বিপক্ষে, একপেশে যে ভাবনাটি, যে ব্যবস্থাটি তৈরি হয়েছে, প্রশাসনিক বলুন বা আইনি — আমরা সেটা বদলাতে চাইছি। নারী-পুরুষ উভয়ের লিঙ্গ-সমতার ভিত্তিতে যাতে একটা সমাজ গড়ে তোলা যায়, একটা সুস্থ পরিবার গড়ে তোলা যায়, আমরা সেটা চাইছি,'' জানাচ্ছিলেন জেরোম তিলকসিং। নানা দেশে যেভাবে 'পুরুষ নিরর্যাতন' "কত পুরুষ যে তার স্ত্রী বা প্রেমিকার হাতে খুন হন অথবা নারীরা তার 'অবৈধ' প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বামী বা প্রেমিককে খুন করেন, বাড়িতে নিভৃতে মার খান স্ত্রীর কাছে, মানসিক নির্যাতনের শিকার হন, সেই হিসাবই পাবেন না আপনি ভারতে। এখানে লিঙ্গ-ভিত্তিক অপরাধের যে তথ্য রাখা হয়, সেখানে নারীদের ওপরে কী কী অপরাধ সংগঠিত হল, তার সংখ্যা পাবেন। কিন্তু পুরুষরা যখন কোনও অপরাধের শিকার হন, সেটার লিঙ্গ ভিত্তিক পরিসংখ্যান আর আলাদাভাবে রাখা হয় না,'' বলছিলেন দীপিকা নারায়ণ ভরদ্বাজ।

ভারতে ধর্ষণের শিকার হওয়া এবং অন্যান্য নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের সংখ্যা বিশাল। তবে একটা বড় সংখ্যার পুরুষের বিরুদ্ধেও ধর্ষণ এবং বধূ-নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়ে থাকে। তার সঠিক পরিসংখ্যান সরকারিভাবে পাওয়া যায় না, তবে নানা সময়ে এইসব মিথ্যা অভিযোগের ঘটনা সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে। মিজ. ভরদ্বাজ বা নন্দিনী ভট্টাচার্যদের মতো পুরুষ অধিকার কর্মীরা এমন একাধিক ঘটনা সামনে এনেছেন।

আবার কেনিয়ার পুরুষ অধিকার আন্দোলনের নেত্রী রোজম্যারি কিনুথিয়া বলছিলেন, "আফ্রিকার পুরুষদের সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে তারা চিরাচরিতভাবে নিজেদের শক্তিশালী হিসাবে মনে করে এসেছে। তাদেরই দায়িত্ব নারীদের রক্ষা করা — এমন একটা ভাবনা সবারই আছে। কিন্তু সেই পুরুষই যে স্ত্রী বা প্রেমিকার হাতে ঘরের ভেতরে মার খাচ্ছে, এটা লজ্জায় তারা বলতে পারে না।

"পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে বহু পুরুষ এখন আর বিয়েই করতে চাইছেন না। কেনিয়াতে তাই একাকী-মায়ের সংখ্যাটা বিশাল। আবার কারাগারগুলো উপচিয়ে পড়ছে, বহু পুরুষ মানসিক অবসাদের কারণে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে — তাদের জেল হচ্ছে,'' জানাচ্ছিলেন মি. কিনুথিয়া। পৌরুষের অহংকার- এই প্রতিবেদনের জন্য পুরুষ-অধিকার আন্দোলনের যেসব নারী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছে বিবিসি বাংলা, সবার ক্ষেত্রেই একটা বিষয় উঠে এসেছে যে নির্যাতনের কথা শিকার করতে পৌরুষে বাধে। অল বেঙ্গল মেনসফোরামের প্রধান নন্দিনী ভট্টাচার্য বলছিলেন, "কোনও একজন নারীকে যদি কোনও পুরুষ সহকর্মী আদিরসাত্মক মেসেজ পাঠান, তাহলে তা নিয়ে যেরকম শোরগোল পড়ে যায়, একজন নারী সহকর্মী যদি একই ধরনের মেসেজ পাঠান কোনও পুরুষ সহকর্মীকে, তাহলে কী সেই পুরুষটি অন্যদের বলতে যাবেন? কোথাও অভিযোগ জানাতে যাবেন? কখনই না।

ব্যাপারটা জানাজানি হলে অন্য পুরুষ সহকর্মীরা হয়তো মস্করা করবেন। কিন্তু তিনি তো ব্যাপারটা উপভোগ নাই করতে পারেন! তাই বিষয়টা চেপে যান একজন পুরুষ। তার পৌরুষে হয়তো কোথাও লাগে। তবে পুরুষেরও যে সম্ভ্রম আছে, তারও যে সম্ভ্রমহানি হতে পারে, সেটা তো কেউ ভাবেনই না।,'' বলছিলেন মিজ. ভট্টাচার্য। দীপিকা নারায়ণ ভরদ্বাজ উদাহরণ দিচ্ছিলেন ভারতের পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষার প্রশ্নাবলীর।

ওই সমীক্ষায় পরিবারের নারী সদস্যদের জন্য প্রশ্ন থাকে যে 'আপনার স্বামী মারধর করেন কী না। আবার আপনি স্বামীকে মারধর করেন কী না, সেটাও জানতে চাওয়া হয়। তবে পুরুষদের জন্য কিন্তু প্রশ্নটা থাকে না যে আপনি স্ত্রীর হাতে মার খান কী না!

মিজ. ভরদ্বাজ বলছিলেন যে কোনও পুরুষ এই তথ্য দিতে চান না যে তিনি স্ত্রীর হাতে মার খেয়েছেন, তবে অনেক নারী কিন্তু ওই প্রশ্নের জবাবে বলেন যে তিনি তার স্বামীকে মারধর করেন।

কেনিয়ার মিজ. কিনুথিয়াও বলছিলেন যে আফ্রিকায় চিরাচরিতভাবে যে ধারণা রয়েছে যে পুরুষরাই নারীদের রক্ষাকর্তা, তারাই শক্তিমান, সেই জায়গাটা থেকে সরে এসে কী করে একজন পুরুষ স্বীকার করবেন যে তিনি স্ত্রী বা প্রেমিকার দ্বারা নির্যাতিত হন!

পুরুষ-নারী অধিকার আন্দোলন কি সাংঘর্ষিক? আফ্রিকার পুরুষ অধিকার আন্দোলনের রোজম্যারি কিনুথিয়া বলছিলেন যে নারীবাদী এবং নারী আন্দোলনের কর্মীরা তাকে রীতিমতো 'ঘৃণা' করেন।

বিশ্ব পুরুষ দিবসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক জেরেমি তিলকসিং-ও বলছিলেন যে তাদের আন্দোলন নিয়ে নারীবাদীদের প্রবল সমালোচনা শুনতেই হয়। তার কথায়, "নারীবাদীরা মনে করেন যে আমাদের দাবিগুলোর সঙ্গে তাদের চিন্তাধারার সংঘর্ষ আছে। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। আমরা তো নারীদের বিরোধিতা করছি না। আমরা চাইছি লিঙ্গ সমতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠুক, একটা সুস্থ পরিবার গড়ে উঠুক।" তবে ভারতের নারী আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে পুরুষ অধিকার আন্দোলনের সম্পর্কটা অতটা সাংঘর্ষিক নয় বলেই দাবি করছিলেন নন্দিনী ভট্টাচার্য। "অন্তত এখানে যারা নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সঙ্গে আমার তীব্র সুসম্পর্ক আছে। আমরা একসঙ্গে বহু অনুষ্ঠানে, সেমিনারে বক্তব্য রাখি। নারীদের জন্য ভারতে তো বটেই, সারা বিশ্বেই এখনও অনেক কিছু করা বাকি আছে। তবে পুরুষদের জন্য তো কিছুই নেই, তাদের জন্য তো কাজ একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। তাই নারী আন্দোলন কর্মীদের সঙ্গে আমাদের কোথাও কোনও বিরোধ নেই। তাদেরটা তাদের আন্দোলন, আমাদের লড়াইটা আমাদের,'' বলছিলেন নন্দিনী ভট্টাচার্য।তিনি এও বলছিলেন যে নারী আন্দোলনের কর্মীরাও এখন ধীরে ধীরে বলতে শুরু করেছেন লিঙ্গ সমতার ভিত্তিতেই আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। তবে কী বলছেন নারী আন্দোলনের কর্মীরা? তারা কি চোখে দেখেন পুরুষ অধিকার আন্দোলনকে? পশ্চিমবঙ্গের নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী শাশ্বতী ঘোষের কথায়, "নারী হোন বা পুরুষ, যে কোনও অধিকার আন্দোলনকেই আমি সমর্থন করি। যেকোনও গোষ্ঠীই বঞ্চিত বা নির্যাতিত হলে তাদের আন্দোলনকে স্বাগত। তবে যে বিষয়টা তারা তুলে ধরেন যে সব আইনগুলোই নারীদের দিকে, সে ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে। "সেই আইনগুলোর প্রয়োগ যারা করছেন, তারা কিন্তু মনে করেন না যে নারীদের সব অধিকার দিয়ে দেওয়া উচিত। মানবাধিকার সচেতন বিচারপতি হিসাবে যিনি বিখ্যাত, সেই ভি আর কৃষ্ণ আয়ারের মতো মানুষও মন্তব্য করেছিলেন যে পরিবারের মধ্যে, বাড়ির ভেতরে সাংবিধানিক সমতা চলতে পারে না। তার মতো মানুষ যখন এধরনের মন্তব্য করেন, ঘটনাচক্রে যিনি একজন পুরুষ, তাহলে তো সাধারণ পুরুষরা ভেবেই নেবেন যে নারীদের বাড় বেড়েছে, তাদের অধিকার থাকা উচিত নয়,'' বলছিলেন শাশ্বতী ঘোষ। তবে পুরুষ অধিকার ও নারী অধিকার আন্দোলন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বলে তিনি মনে করেন না। তার কথায়, "এখানে কোনও সংঘর্ষ আছে বলে আমি মনে করি না। তাতে অকারণ শক্তি ক্ষয় হবে। আমরা যাতে সবাই সমান অধিকার পেতে পারি, সেটা তুলে ধরা দরকার। আবার অধিকারের সঙ্গেই দায়িত্বটাও চলে আসে। আমি যেমন অধিকার চাইব, তেমনই দায়িত্বও নিতে হবে। যদি অধিকার আর দায়িত্ব দুটোই সমান ভাবে ভাগ করে নিতে পারি আমরা, তাহলে নারী ও পুরুষ অধিকার আন্দোলনের মুখোমুখি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না। দুটোই পরস্পরের পরিপূরক। বিশ্ব পুরুষ দিবসের প্রাক্কালে জেরোম তিলকসিংও বলছিলেন যে নারী-পুরুষ উভয় মিলেই লিঙ্গ সমতার ভিত্তিতে আগামী দিনে একটা স্বাভাবিক সমাজ গড়ে উঠুক।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কংগ্রেসের ত্রিপুরা শাখার নতুন প্রভারিতে শনিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে বরন করে নেন দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তির ক্ষমতায়নে জোর দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ৮ মার্চ দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়।

এই উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লিখেছেন, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে, আমাদের দেশ গঠন ও শক্তিশালীকরণে ভারতের নারী শক্তির অপরিসীম অবদানের জন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, সরকার জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে।'

কোনও বোন আর দরিদ্র থাকবে না, আশ্বাস শিবরাজের

ভোপাল, ৮ মার্চ (হি.স.): কোনও বোন আর দরিদ্র থাকবে না। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ৩ কোটি লাখপতি দিদি বানানোর সংকল্প নিয়েছেন, আমাদের ৪ বছরও লাগবে না, আমরা খুব শীঘ্রই এই লক্ষ্য অর্জন করব। কিন্তু আমরা এখানেই থেমে থাকব না, আর কোনও বোন দরিদ্র থাকবে না। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার ভোপালে ''লাখপতি দিদি'' এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে চারাগাছ রোপণ করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

পরে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংকল্প হল নারীর ক্ষমতায়ন। আমাদের বোন ও মেয়েদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, এর জন্য ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের অধীনে আজিবিকা মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি আপনাদের জানাতে পেরে আনন্দিত যে, আজিবিকা মিশনের সাথে আমাদের ৯১ লক্ষ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে, যার সাথে ১১ কোটি বোন যুক্ত। কেউ লাখপতি দিদি, কেউ ব্যাংক সখী, কেউ কৃষি সখী, কেউ পশু সখী, তারা বিভিন্ন ব্যবসায় কাজ করছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম-সহ নানা ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছেন ভারতীয় নারীরা : ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভারতীয় নারীদের প্রতি কুর্নিশ জানালেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তাঁর কথায়, স্বাধীনতা সংগ্রাম-সহ নানা ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছেন ভারতীয় নারীরা। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে সংসদ ভবন অ্যানেক্সিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। এই প্রদর্শনীতে সংবিধান পরিষদের মহিলা সদস্যদের ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেছেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে ভারতকে সমৃদ্ধ করা, ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর, ভারতীয় নারীরা বিশাল অবদান রেখেছেন। এখন ভারতীয় সংসদের ১৫ জন মহিলাকে স্মরণ করার দিন, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন এবং সংবিধান প্রণয়নে ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটি আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক।'

২৪ নভেম্বর শুরু হচ্ছে ভারতের শুটিং লিগ

নয়া দিল্লি, ৮ মার্চ(হি.স.): আন্তর্জাতিক শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন (আইএসএসএফ) কর্তৃক ভারতের প্রথম শুটিং লিগ (এসএলআই) ২৪ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (এনআরএআই) সভাপতি কালীকেশ সিং দেও শুক্রবার রাতে বলেছেন, আইএসএসএফ কর্তৃক এই ইভেন্টের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি একটি বিশ্বমানের প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করবে।

'আমরা আশা করি এই লিগের বেশিরভাগ শীর্ষ শ্যুটারদের আকৃষ্ট করতে পারব কারণ বিশ্বব্যাপী এই খেলায় ভারতের একটি শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। পর্দার আড়ালে অনেক কাজ চলছে এবং তারিখের এই বরাদ্দ আমাদেরকে সর্বকালের সেরা শুটিং ইভেন্টগুলির মধ্যে একটি উপহার দিতে আরও অনুপ্রাণিত করবে,' বলেন এনআরএআই সভাপতি।

এনআরএআই আগেই ঘোষণা করেছিল যে এলেনা নরম্যান লিগের পরামর্শদাতা হবেন এবং নিউ হরাইজনস অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড বাণিজ্যিক ও বিপণন সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

অনন্য প্রয়াস মধ্য রেলের, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত ট্রেন

মুম্বই, ৮ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে মধ্য রেল। শনিবার মধ্য রেলের সমস্ত ট্রেন মহিলাদের দ্বারা চালিত হয়েছে। সিএসএমটি-শিরডি বন্দে ভারত ট্রেনের সমস্ত ক্রু ছিলেন মহিলা, যার মধ্যে লোকো পাইলট, সহকারী লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার, টিসি এবং ট্রেন হোস্টেস সবাই মহিলা।

লোকো পাইলট (সেন্ট্রাল রেলওয়ে মুম্বই) সুরেখা শঙ্কর যাদব বলেন, 'শনিবার বন্দে ভারত ট্রেন পরিচালনা করছেন মহিলারা। সমস্ত ক্রু মহিলা। আমি খুশি যে আমি এই টিমের অংশ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমি সমস্ত মহিলাকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।'

উত্তরাখণ্ডে পূর্ণাগিরি মেলায় যাত্রীদের সুবিধার্থে চালু হবে ১০টি রোডওয়েজ বাস

চম্পাবত, ৮ মার্চ (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডে পূর্ণাগিরি মেলায় যাত্রীদের সুবিধার্থে ১০টি রোডওয়েজ বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রোডওয়েজ কর্তৃপক্ষ। বাসগুলি টনকপুর রোডওয়েজ বাস স্টেশন থেকে চলবে এবং থুলীগড় পর্যন্ত যাতায়াত করবে। বুম পর্যন্ত যাত্রী প্রতি ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ২৫ টাকা এবং থুলীগাড় পর্যন্ত ৩৫ টাকা। এ.আর.এম. নরেন্দ্র কুমার গৌতম জানিয়েছেন, দুটি স্টপেজ থাকবে, বুম ও থুলীগড়।

NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

Medical Superintendent & Head of Office, ABV RCC Hospital, Agartala, invites Public Tender for the execution of following work under 02 (two) bid system through e-tendering from bonafide experience, reliable, resourceful & reputed contractor having experience for supply of Medical Equipment's for Radiotherapy unit in Public Sector Undertaking/Government Sector/ Autonomous Institutions/ Reputed Private Sector:

LIST OF IMPORTANT DATES IN CONNECTION WITH THE BID FOR THE WORK

Sl. No.	Details	Date & Time
1.	Name of Work	Rate Contract for the Supply and Turnkey Installation of the Latest Digital Telecobalt Machine, Including Buyback and Decommissioning of the Old Telecobalt Machine at ABV – Regional Cancer Centre, Agartala, Tripura.
2.	Period of contract	Valid for 01 (one) year from the date of award of the rate contract.
3.	Tender Estimate Value Cost	Rs. 4,85,00000/-
4.	Earnest Money Deposit (EMD)	2% of Tender Estimate Value
5.	Cost of Tender Document	Rs. 2,000/- (Non-refundable)
6.	Date and time of Publishing of Tender	**Date: 07 . 03 .2025, Time: 09:00 AM**
7.	Document download & uploaded https://tripuratenders.gov.in	Download Start Date: **Date: 08 . 03 .2025, Time: 11:30 AM** Download End Date: **Date: 13 . 03 .2025, Time: 05:00 PM**
8.	Date of Pre-Bid Meeting	**Date: 10 . 03 .2025, Time: 2:00 PM**
9.	Place of Pre-Bid Meeting	Seminar Hall, ABV- RCC, Agartala
10.	Bid Opening Date and Time	**Date: 13 . 03 .2025, Time: 6:00 PM**
11.	Place of opening Bids	Office Room ABV Regional Cancer Centre, Agartala
12.	Bid Validity	180 days from the date of publication of E– tender
13.	Officer Inviting Bids	Medical Superintendent & HoO, ABV-RCC Agartala, Kunjaban- 799006, , Tripura (W).M:- 9436580722
14.	Performance Security	5% of Work Order Value
15.	Completion period for the work	30 **days**

Note: All the above mentioned time are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in. In case the date of opening happens to be a declared holiday, then tenders shall be opened on the next working day at the same time and at the same venue. The Any also
seen be
at AGMC website www.agmc.ac.in. document tender amendment/corrigendum to this e-tender will be published on the AGMC website www.agmc.ac.in & e-procurement portal website https://tripuratenders.gov.in only and not in print media. Bidders should regularly visit these websites to keep themselves updated.
can
ICA/C-4254/25

Medical Superintendent & Head of Office,
ABV - Regional Cancer Centre Agartala

PNIT NO: e-PT-XXIII/EE/ RDD/GNT-DIV/GNT/2024-25, Dt. 06/03/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Gonda Twisa Division, Gonda Twisa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 13/03/2025 for i) Internal electrification for newly constructed Health & Wellness Centre at Boalkhali under R.D. Gonda Twisa Division, Yr-2024-25. ii) Internal electrification for newly constructed Health & Wellness Centre at Tuichakma under R.D. Gonda Twisa Division, Yr-2024-25.For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9862972916 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-4261/25

(Er. A. Tripura)
Executive Engineer R.D. Gonda Twisa Division

অলিম্পিয়ান শাটলার পুলেল্লা গোপীচাঁদ সহ অন্যান্য ক্রীড়াবিদদের নিয়ে প্রথম ''অস্মিতা'' নিউজলেটার চালু করলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী

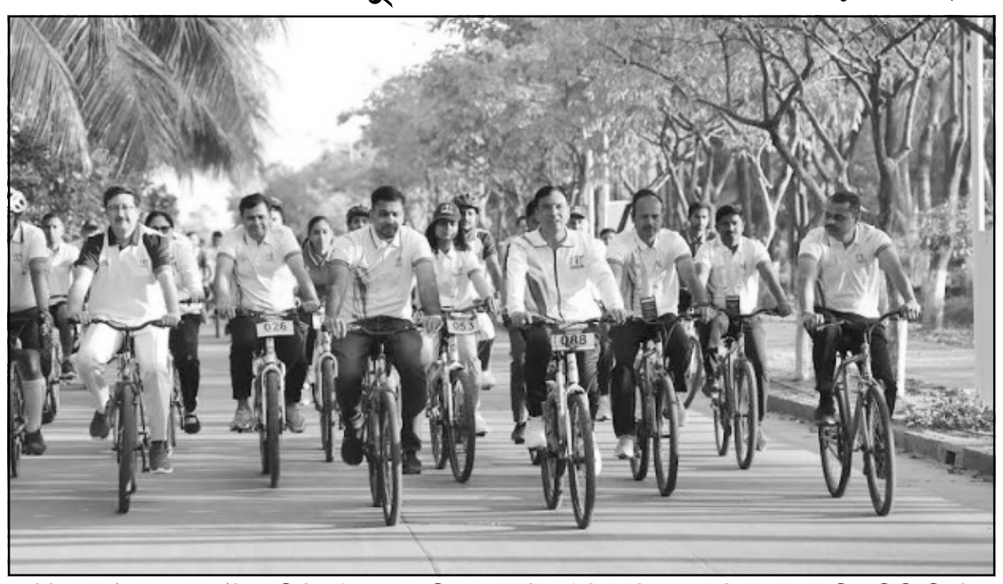

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ২০২৫: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ ম্যান্ডভ্যর সঙ্গে আজ তেলেঙ্গানার কানহা শান্তিবনম-এ এক বিশেষ সাইকেল যাত্রায় অংশ নেন তেলেঙ্গানা সহ অন্যান্য রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী, ক্রীড়াবিদ ও প্রশাসকনিক কর্তাব্যক্তিরা। এই সাইকেল যাত্রার সুচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মনসুখ ম্যান্ডভ্য বলেন, এই সাইকেল র‍্যালি আমাদের নারী শক্তির একটি প্রমাণ, যা খেলাধুলা এবং তারও বৃহত্তম পরিসরে মহিলাদের দৃঢ় সংকল্প, নেতৃত্ব এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রদর্শন করছে। তিনি বলেন, যেখানে এই সাইকেল র‍্যালি ও সমাবেশ হচ্ছে, তা শান্তি, নির্মল ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত তেলেঙ্গানার কানহা শান্তিবনম। র‍্যালির পাশাপাশি এখানে ২০২৮ সালের এল এ অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তাভাবনা, ২০৩৬ সালের গ্রীষ্মকালীন গেমস আয়োজনের চিন্তাভাবনা করার সুযোগ এনে দিয়েছে যা সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করেছে।

নারী দিবস উপলক্ষে ডঃ মনসুখ ম্যান্ডভ্য , ক্রীড়া সচিব শ্রীমতী সুজাতা চতুর্বেদী এবং প্রাক্তন অলিম্পিয়ান ও ব্যাডমিন্টন তারকা পুলেল্লা গোপীচাঁদ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা অস্মিতা নামে একটি নিউজলেটারের উদ্বোধন করেন। এই নিউজলেটারে ২০২১ সালে সরকারের গৃহীত ''মহিলাদের জন্য ক্রীড়া'' মিশনের সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। অস্মিতা নিউজলেটারটিতে লিগের আশ্চর্যজনক প্রসারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে এবং তরুন প্রজন্মের মহিলারা কীভাবে খেলাধুলাকে তাদের ক্যারিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হচ্ছে তা তুলে ধরা হয়েছে। সাইনা নেহওয়াল এবং পিভি সিন্ধুর মতো অলিম্পিক পদকজয়ীদের কোচিং করানো প্রাক্তন অল ইংল্যান্ড বেডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন পুলেল্লা গোপীচাঁদ বলেন, মহিলারা ভারতের জন্য বেশি অলিম্পিক পদক জিতে এনেছে এবং তা অত্যন্ত সঠিক কথা, এই বিষয়টিকে আরও প্রচারে নিয়ে যাওয়া দরকার। তিনি বলেন, 'অস্মিতা' একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম এবং এক দুর্দান্ত সুযোগ এনে দিয়েছে যেখানে এক সঙ্গে ১৫ জন ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ ডঃ মাণ্ডভিয়ার সাথে খেলাধুলার ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলতে পারছেন এবং অলিম্পিকের স্বপ্নে বিভোর হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তবে এর জন্য দরকার সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন।

এদিন, সাইক্লিং র‍্যালির নেতৃত্বে ছিলেন অসমের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিতা গোরলোসা, গোপীচাঁদ ব্যাডমিন্টন একাডেমির মহিলা প্রশিক্ষণার্থী এবং প্যারা-অ্যাথলিট এবং ২০২৪ এর প্যারিস প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত দীপ্তি জীবনজি।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ ম্যান্ডভ্য সাইকেল র‍্যালিতে যোগ দেন এবং স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাত্রার জন্য সাইকেল চালানোকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করার উপর গুরুত্ব দেন। ডঃ ম্যান্ডভ্যর নেতৃত্বে ''সাইকেলে করে রবিবার'' বা ''সানডেস অন সাইকেল'' উদ্যোগটি সারা দেশের নজর কেড়েছে, মানুষকে তাদের রুটিনের অংশ হিসাবে সাইকেল চালানোর জন্য উতাহিত করেছে।

''সাইকেল চালানো স্থুলতা এবং জীবনযাত্রার রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি ফ্যাশন এবং একটি হাতিয়ার হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সমস্ত নাগরিক সমাজকে প্রতি রবিবার কমপক্ষে এক ঘন্টা নিজেদের ফিট রাখার জন্য সময় দেওয়ার আহ্বান জানান ক্রীড়ামন্ত্রী,।

শ্রীমতী গোরলোসা বলেন, ''৩০ বছর পর সাইকেল চালিয়েছি। এটা আমাকে দারুণ কিছু স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। ড. ম্যান্ডভ্য বলেন যে আমাকে সাইকেল চালানোর কথা বললে আমি না বলতে পারিনি এবং এর জন্য আমার দুঃখও হয় না। নারী দিবসে, এটি একটি বিশেষ অনুভূতি ছিল এবং আমি এই বার্তাটির সাথে পুরোপুরি একমত যে সাইকেল চালানো মানে ফিটনেস এবং আপনার শক্তিকে চ্যানেল করার একটি ভাল উপায়।

অস্মিতা : অস্মিতা (স্পোর্টস মাইলস্টোন অ্যাচিভিং স্পোর্টস মাইলস্টোন বাই ইন্সপায়ারিং উইমেন) লিগ এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে খেলাধুলার প্রচারের জন্য খেলো ইন্ডিয়ার লিঙ্গ নিরপেক্ষ মিশনের অংশ। যেমন, স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে আঞ্চলিক এবং জাতীয় উভয় স্তরে একাধিক বয়সের গ্রুপে খেলো ইন্ডিয়া মহিলা লিগ পরিচালনা করতে সহায়তা করে। ২০২১ সালে শুরু হওয়া অস্মিতা লিগগুলির লক্ষ্য কেবল খেলাধুলায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো নয়, ভারতের সকল প্রান্ত জুড়ে নতুন প্রতিভা কে বেছে তুলে আনার জন্য লিগগুলিকে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করা।

স্বাবলম্বী, স্বাধীন ও সশক্ত নারী শক্তিতেই বিকশিত ভারত গড়ে উঠতে পারে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার নতুন দিল্লিতে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক আয়োজিত ''নারী শক্তি থেকে বিকশিত ভারত'' থিমের ওপর একটি জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি উন্নত পরিবেশ প্রয়োজন। তিনি বলেন, চাপ অথবা ভয় ছাড়াই তাদের জীবন সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, স্বাবলম্বী, স্বাধীন ও সশক্ত নারী শক্তিতেই বিকশিত ভারত গড়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, 'আমাদের মেয়েরা যাতে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ অবদান রাখতে পারে, তাই তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ভাল পরিবেশ প্রদান করা প্রয়োজন।'

গুজরাটের ভালসাদে আগুনে পুড়ল ১০-১২টি গুদাম, কেউ হতাহত হননি

ভালসাদ, ৮ মার্চ (হি.স.): ভয়াবহ আগুন লাগল গুজরাটের ভালসাদ জেলায়। শনিবার ভোররাতে ভালসাদ জেলার ভাপি এলাকায় আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখায় ১৫টি বাতিল সামগ্রীর গুদামঘর পুড়ে গিয়েছে। দমকল ১০টি ইঞ্জিনের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

দমকল অফিসার রমন পারমার বলেন, 'ভোররাত ৩:২০ মিনিটে আমি একটি ফোন পেয়েছিলাম, আগুন লাগার বিষয়ে আমাকে জানানো হয়। আগুনে প্রায় ১০-১২টি গুদাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা ২ ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।'

দিল্লিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে গরমের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লির আকাশ আপাতত পরিষ্কার থাকবে, পাশাপাশি সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও বাড়বে। যেহেতু খুব বেশি মেঘ থাকবে না, তাই দিল্লি ও উত্তর ভারতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে, আগামী দিনগুলিতে ধীরে ধীরে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে, ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে ১০-১১ মার্চের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে। মধ্য ভারতের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। ৯-১১ মার্চ দাবদাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে, মহারাষ্ট্রে ১০-১১ মার্চ অতিরিক্ত গরম থাকতে পরে।

শনিবার আগরতলা লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মেটে চচ্চড়ি, রইল রেসিপি

দুপুরের মটন কষা এখনও ভাল করে হজম হয়নি। আবার রাতে কী খেতে দেবেন, সেই চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভাতের সঙ্গে খাসির মাংসের পাতলা ঝোল রান্না করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু হাতের গুণে তা বেশ রগরগে হয়ে উঠেছিল। দুপুরে ভাতের সঙ্গে তা খাওয়া গেলেও রাতে আর খাওয়া যাবে না। কী রান্না করবেন ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল, মাংসের সঙ্গে পাওয়া মেটেগুলো তো আছে। তাই দিয়েই হবে কেল্লাফতে। কম সময়ে রেস্তরাঁর মতো মেটে চচ্চড়ি বানাতে কী কী লাগবে?

উপকরণ

খাসির মেটে: ২৫০ গ্রাম
পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ
তেজপাতা: ২টি
রসুন বাটা: ২ চামচ
আদা বাটা: ২ চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: আধ চামচ
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
কাঁচা লঙ্কা: ৪-৫টি
হলুদ বাটা: ১ চামচ
জিরে বাটা: ১ চামচ
গরম মশলা বাটা: আধ চামচ
সর্ষের তেল: ৫ টেবিল চামচ
ঘি: আধ চা চামচ

প্রণালী

১) কড়াইতে সর্ষের তেল দিন। তেল গরম হয়ে গেলে চিনি এবং তেজপাতা ফোড়ন দিন। ২) চিনি গলে গেলে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ ভাজা হলে রসুন ও আদা বাটা দিয়ে কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। ৩) এর পর সামান্য নুন, হলুদ বাটা ও জিরে বাটা দিন। এ বার দিয়ে দিন টোম্যাটো কুচি।

৪) ভল করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখা মেটে দিয়ে দিন। কষতে থাকুন। ৫) এ বার কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢাকা দিন। সামান্য গরম জল দিতে পারেন, যাতে মশলা পুড়ে না যায়। মেটে সেদ্ধ করতে আঁচ কমিয়ে কড়াই ঢাকা দিয়ে রাখুন। ৬) মেটে সেদ্ধ হয়ে এলে ১ চা চামচ ঘি ও গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। চাইলে উপর থেকে সামান্য ধনেপাতা কুচিও ছড়িয়ে দিতে পারেন।

শিশুর আচরণবিধি

ঘুম থেকে উঠেই দুধ নয়, চিপ্স চাই। জলখাবারে ফল নয়, চকোলেট চাই। রাস্তায় বেরিয়ে আশপাশের দোকানে যা পাওয়া যায়, তা যদি পছন্দের তালিকায় থাকে তখনই সেটি কিনে দিতে হবে। না হলেই চিতার, কান্নাকাটি শুরু করে শিশু। একটু-আধটু নয়, তার দাপট এমন যে তার কান্নার আওয়াজ শুনে রাস্তাঘাটে লোকজন জমতে হতে শুরু করে।

বেশির ভাগ সময়ে লোকলজ্জার খাতিরে তা দিয়ে দিতেই হয়। না হলে সকলের সামনে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। তবে এই অভ্যাস সাময়িক ভাবে সন্তানের রাগ, জেদ বশে আনতে পারলেও ভবিষ্যতের জন্য সমস্যার বীজ রোপন করে দেয়। মনোবিদেরা বলছেন, কোনও ক্ষেত্রে ঝামেলা এড়নোর জন্য শিশুদের তালে তাল মিলিয়ে চলেন মা-বাবারা। কিন্তু তাতে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তার চেয়ে বরং রাগের উৎস খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে। ছোট থেকেই তার সীমারেখা সম্পর্কে তাকে অবহিত করা যেতে পারে।

১) রাগের উৎস

সন্তানের অবান্তর জেদ, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে আগে তার উৎস খুঁজে বার করতে হবে। সত্যিই এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে না কি শিশুর মধ্যে কোনও ভাবে অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিজঅর্ডার বা এডিএইচডি-র মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা বুঝতে হবে। সন্তানকে বাবা-মায়েরাই সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারেন। একান্ত যদি সমস্যা হয়, সে ক্ষেত্রে পেশাদার কারও পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

২) কথা বলার ধরন

শুধু মা-বাবার সঙ্গেই নয়, বয়সে বড় সকলের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হবে, সেই পাঠ দিতে হবে অভিভাবককেই। সঙ্গে স্থান-কাল-পাত্রের গুরুত্বও বোঝাতে হবে। ইচ্ছে হলেও সব জায়গায়, সব কথা বলা যায় না। কৌতূহল হলেও প্রশ্ন করা যায় না সেই সব বিষয়ে শেখাতে হবে ছোট থেকেই।

৩) আচরণবিধি

খারাপ ব্যবহার করে নিজের জেদ বজায় রাখা যাবে না। এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা যেন সন্তানের থাকে। মা-বাবার কাছ থেকে কিছু না পেলে সেই রাগ বাড়ির অন্য সদস্যের উপর দেখানোও যে গুরুতর অন্যায় তা বুঝিয়ে বলতে হবে।

কোন ধরনের চা পাতা কত ক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে স্বাদ ও গন্ধ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে?

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে চায়ের কাপে চুমুক না দিলে বাঙালির সকালটা শুরু হতে চায় না। চা বঙ্গজীবনের বড় অঙ্গ। পাড়ার ঠেকে বন্ধুদের সঙ্গে জমাটি আড্ডায় হোক কিংবা সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে শরীর ও মন দুই-ই চনমনে রাখতে চায়ের বিকল্প নেই। অনেকেই ভাবেন চা বানানো বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজগুলির মধ্যে একটি।

এ ধারণা একেবারেই ভুল। যেমন তেমন করে চা বানালে চায়ের স্বাদ কিন্তু ভাল হবে না। সুস্বাদু চায়ের স্বাদ নিতে হলে কিছু উপায় মেনে চলা প্রয়োজন। গরম জলে চা পাতা ঠিক কত ক্ষণ ধরে ভিজিয়ে রাখবেন, কত ক্ষণ ধরে ফোটাবেন তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে চায়ের স্বাদ ও গন্ধ। গুঁড়ো চা: অনেকেই আছেন, যাঁরা গুঁড়ো চা পাতা কিংবা সিটিসি চা পাতা দিয়েই দুধ চা আর কালো চা দুটোই তৈরি করেন। বলে রাখা ভাল, গুঁড়ো চা দিয়ে কিন্তু কালো চা বানাবেন না। এই ভিজিয়ে খেলে স্বাদ আসে না, দুধ ও জলের সঙ্গে ফুটিয়ে খেলেই এই পাতার স্বাদ বাড়ে। দারচিনি, এলাচের মতো মশলা দিয়ে ফোটালে স্বাদ আরও বেড়ে যায়।

অনেকেই ভাবেন চা বানানো বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজগুলির মধ্যে একটি, এ ধারণা একেবারেই ভুল। বাজারে বিভিন্ন ধরনের পাতা চা পাওয়া যায়। তবে সিঙ্গল লিফ ফার্স ফ্লাশের কদর কিন্তু সবচেয়ে বেশি। দামও আকাশছোঁয়া। শীতের মরসুমে যে প্রথম সবুজ রঙের কচি কচি পাতা ওঠে, তা স্বাদে এবং গন্ধে মরসুমের যে কোনও সময়কে পিছনে ফেলে দেয়। চা বাগান পত্তনকারী সাহেবরা যে পাতার নাম রেখেছিলেন ফার্স ফ্লাশ। আর ফার্স ফ্লাশের এক গুচ্ছ পাতার মাঝে যে পাতাগুলি একক থাকে তার স্বাদ আরও বেশি। তবে এই চা কিন্তু ফুটন্ত জল দিয়ে দিলে স্বাদ বিগড়ে যায়। গ্যাস বন্ধ করে মিনিট খানেক অপেক্ষা করে তার উপর চা পাতা মিনিট চার-পাঁচেক ভিজিয়ে রাখুন। তার পর ছেঁকে পরিবেশন করলেই এর আসল স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।

গ্রিন টি: এই চা-ও পাতা চায়ের কায়দাতেই বানিয়ে ফেলা যায়। তবে আপনি যদি খোলা পাতার গ্রিন টি ব্যবহার করেন, তা হলে দু'মিনিটের বেশি ভিজিয়ে রাখবেন না। আর টি ব্যাগের ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন মিনিটের বেশি ভিজিয়ে রাখলে স্বাদ কষাটে হয়ে যায়।

দই দিয়েই বানিয়ে দিতে পারেন সুস্বাদু কিছু খাবার

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সারা বছর সুস্থ থাকার অন্যতম ভরসা হল টক দই। চিকিতক থেকে পুষ্টিবিদ, একবাক্যে তা স্বীকার করেন। শেষপাতে তাই টক দই রাখেন অনেকেই। আবার দই আর ওট অনেকেরই রোজ সকালের খাবার। দই খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। হজমের গোলমাল ঠেকানো সম্ভব। গ্যাস-অম্বল হওয়ারও সুযোগ থাকে না।

মোট কথা নিয়ম করে দই খেলে বহু উপকার মেলে। তবে দই কি শুধু শেষপাতে কিংবা ওট দিয়ে খাওয়ার খাবার? তা কিন্তু নয়। দই খাওয়া যায় বিভিন্ন ভাবে। শিশুরা অনেক সময়ে টক দই খেতে চায় না। অথচ বাড়ন্ত বয়সে দই খাওয়া জরুরি। তাই দই দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন বেশ কিছু খাবার। তা হলে এক দিকে দই খাওয়া এবং স্বাদবদল দুই-ই হয়।

আইসক্রিম

বর্ষায় আইসক্রিম খাওয়ার মজাই আলাদা। তবে দোকান থেকে কিনে না খেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। টক দইয়ের সঙ্গে চিনি, মধু অথবা ম্যাপেল সিরাপ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ড্রাই ফ্রুটস এবং বিস্কুটের গুঁড়োও মেশাতে পারেন। মিশ্রটি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। ৪-৫ ঘণ্টা রাখলেই তৈরি আইসক্রিম।

প্যানকেক

সকালে খাবারে ওট বাদ দিয়ে এক দিন দই দিয়ে বানানো সুস্বাদু প্যানকেক খেয়ে দেখতে পারেন। দই দিয়ে প্যানকেক বানালে বেশ নরম হয়। সেই সঙ্গে ভাল ফোলেও। খেতেও দুর্দান্ত হয়। দইয়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করে প্যানকেক বানান। খুদেকে টিফিনে দিলে চেটেপুটে খাবে।

পাস্তা সস "হোয়াইট সসউইথ পাস্তা" অনেকেরই পছন্দের খাবার। হোয়াইট সসচাইলে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। দইয়ের সঙ্গে কুচনো রসুন, মশলা এবং পাস্তা সেদ্ধ জল দিয়েই বানিয়ে নিন সস এই সসদিয়ে পাস্তা বানালে রেস্তরাঁর মতো খেতে হবে।

খুদে মিষ্টি খেতে ভালবাসে?

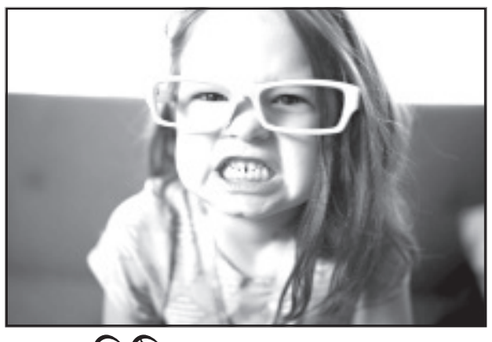

বাড়ির খুদে সদস্যটির জন্য মাঝেমাঝেই মনপসন্দ নানা খাবার তৈরি হয় বাড়িতেই। উপলক্ষ্য খুদে হলেও বড়রাও স্বাদ নেন সেই খাবারের। বাচ্চাদের জন্য খাবার বানানোর আগে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়। চকোলেট বিস্কুট বলতে অজ্ঞান অনেক খুদেই। তবে শুধু শুধু চকোলেট মাখা বিস্কুট না খাইয়ে বানিয়ে দিতে পারে চকোলেট পুডিং।

রইল প্রণালী।

উপকরণ:

যেকোনও চকোলেট বিস্কুট: ২ প্যাকেট
কনডেন্সড মিল্ক : ২ কাপ
ফ্রেশ ক্রিম: ২০০ গ্রাম
জিলেটিন: দেড় টেবিল চামচ
চকোলেট শেভিং: ২০০ গ্রাম

প্রণালী: এক কাপ জলে কিছুটা জিলেটিন গুলে ভাল করে ফেটিয়ে নিন।

এ বার মিক্সিতে ফেটিয়ে রাখা জিলেটিন, ফ্রেশ ক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক এবং কয়েকটি বিস্কুট দিয়ে একসঙ্গে ঘুরিয়ে নিন। বাকি বিস্কুটের গুঁড়ো করে রাখুন।

এ বারে একটি কাচের পাত্রে গুঁড়ো বিস্কুটের স্তর তৈরি করুন। স্তরের ফাঁকা অংশে বিস্কুট গুঁড়ো ও ফ্রেশ ক্রিমের আস্তরণ দিয়ে দিন। একই ভাবে তিনটি স্তর তৈরি করুন।

সব শেষে চকোলেট শেভিং বিস্কুটের স্তরের উপর ছড়িয়ে দিন। এ বার এটি ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন ৭-৮ ঘণ্টা। জমাট বেঁধে গেলে চৌকো করে কেটে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

ওজন ঝরানোর ডায়েটে কী ভাবে রাখবেন জিভে জল আনা পদ

ওজন কমানোর ডায়েট মানেই মুখরোচক সব খাবারে নিষেধাজ্ঞা। এমনই তো দস্তুর। মোমো, চিকেন রোল, বিরিয়ানি, পেস্ট্রি, আইসক্রিম সুস্বাদু সব খাবারের সঙ্গেই তখন আড়ি করতে হয়। আচ্ছা, তবে ওজন কমানোর ডায়েটে যদি ফুচকা রাখা যায় তা হলে কেমন হয়? ভাবছেন তো, এটা কী করে সম্ভব?

ফুচকার স্বাস্থ্যগুণ কিন্তু অনেক। তবে বানানোর পদ্ধতিও হতে হবে স্বাস্থ্যকর। আলু নয়, ফুচকার ভিতরের দিতে পারেন ঘুগনি, কিংবা অঙ্কুরিত ছোলা। মিষ্টি চাটনির বদলে টক জল কিংবা পুদিনা পাতার জল দিয়ে ফুচকা খান। ফুচকার বাকি উপকরণগুলি কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যকর। জেনে নিন ফুচকা খেলে স্বাস্থ্যের কী কী উপকার হয়।

তেঁতুল জল

টক জল ছাড়া ফুচকা মোটেই ভাল লাগে না। তেঁতুলের জল কিন্তু হজমে ভীষণ সাহায্য করে। তেঁতুল অ্যান্টি অক্সিড্যান্টে ভরপুর, তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। তেঁতুলে হাইড্রক্সিসাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরে চর্বি জমতে দেয় না। এই অ্যাসিড সেরোটোনিন নিউরোট্রান্সমিটারের মাত্রা বাড়িয়ে খিদে কমায়। ফলে ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে।

পুদিনা পাতা

পুদিনা পাতা হজমে সহায়ক উতচেকগুলির ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। গলা, বুকজ্বালা ভাব কমায়। তাই বদহজমের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পুদিনা উপকারী। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও পুদিনার জুড়ি মেলা ভার।

কাঁচালঙ্কা

শুকনো লঙ্কা বেশি খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, তবে কাঁচালঙ্কা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। ঝাল ছাড়া ফুচকার স্বাদ আসে না। কাঁচালঙ্কা হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। লঙ্কায় ভিটামিন সি থাকে, যা রোগ প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ত্বক আর চোখের জন্যেও ভাল ভিটামিন সি।

বিট নুন শাটারস্টক। ফুচকায় ব্যবহৃত বিট নুনও স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভাল। গ্যাসের সমস্যা কমাতে, বদহজম দূর করতে, ওজন নিয়ন্ত্রমণে রাখতে বিট নুন বেশ কার্যকর।

জিরে গুঁড়ো

ফুচকার মশলায় ভাজা জিরের গুঁড়ো না পড়লে স্বাদ আসে না। এই জিরে গুঁড়োও কিন্তু হজমে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে জিরা।

ফুচকার বাকি উপকরণগুলি স্বাস্থ্যকর হলেও ফুচকা কিন্তু আদতে তেলেভাজা। তাই মাঝে মধ্যে "চিট মিল" হিসাবে খেতে পারেন। রোজ রোজ নয়।

বাড়িতে তৈরি ঘিয়ের স্বাদ হবে মনকাড়া

নিরামিষ রান্নায় এক ফোঁটা ঘি না দিলে চলে না। পনিরের কোফতা হোক কিংবা পাঁচমিশেলি সব্জি, কড়াই থেকে নামানোর আগে কয়েক ফোঁটা ঘি ছড়িয়ে দিলে আলাদাই স্বাদ হয়। আবার বিরিয়ানি, ফ্রায়েড রাইসও ঘি ছাড়া রান্নার কথা ভাবাই যায় না। বাঙালি হেঁশেলে ঘিয়ের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। তবে ঘি যদি খাঁটি না হয়, তা হলে রান্নার স্বাদ কিন্তু ভাল হবে না।

বাজারচলতি ঘি মানেই যে ভেজাল তা নয়। তবে কোন ঘি খাঁটি তা বোঝা মুশকিল। সেই ঝুঁকি না নিয়ে বরং বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন ঘি। অনেকে বানানও। তবে বাড়িতে বানানো ঘি সব সময় মনের মতো হয় না। হয় খুব পাতলা হয়ে যায়, নয়তো অতিরিক্ত ঘন। কী ভাবে বানালে ঘিয়ের স্বাদ ভাল হবে?

কম আঁচে বানান দুধের সর মিক্সিতে ঘুরিয়ে মিশ্রণটি ছেঁকে নিয়ে যে মাখন পাওয়া যায়, তা দিয়ে তৈরি হয় ঘি। এই মাখন গলানোর সময় গ্যাসের আঁচ যেন বেশি না থাকে। বেশি আঁচে ঘি বানালে দলা পেকে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই প্রথম থেকেই নিভু আঁচে ঘি বানানো শুরু করুন।

নাড়াচাড়া করুন

বার বার খুন্তি দিয়ে কড়াইয়ে নাড়তে থাকুন। মাখন গলাতে দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে চলবে না। ঘন ঘন নাড়াচাড়া না করলে তলা ধরে যাওয়ার ভয় থাকে। এক বার কড়াইয়ের সঙ্গে লেগে গেলে পুরো পরিশ্রমটাই পণ্ড হবে।

শুকনো পাত্র ব্যবহার করুন

মাখন গলে গিয়ে ঘিয়ের মতো রং হয়ে গেলে আর বেশি ক্ষণ জ্বালানোর দরকার হবে না। শুকনো, পরিষ্কার পাত্রে গরম ঘি ঢেলে রাখুন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা আটকাবেন না। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর ঢাকনা আটকে তুলে রাখুন। সুগন্ধ যোগ করুন ঘিয়ের গন্ধ পছন্দ করেন অনেকেই। তেমন সুগন্ধি ঘি পেতে লবঙ্গ, কারি পাতা, কোনও কিছু এসেন্স ছড়িয়ে দিতে পারেন। ঘিয়ের গন্ধে সারা বাড়ি ম ম করতে বাধ্য। রঙের দিকে নজর দিন ঘিয়ের ক্ষেত্রে রং খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় ঘিয়ের রং ফ্যাকাসে হয়। সেই ঘিয়ের স্বাদও তত ভাল হয় না। তাই ঘি তৈরির ক্ষেত্রে রঙের বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি। অনেক সময় বোঝা যায় না, বাদামি রং হয়েছে কি না। শিশিতে ঘি ঢালার পর যদি রং দেখে মনটা খুঁতখুঁত করে, আরও এক বার ফুটিয়ে নিতে পারেন।

কী ভাবে যত্ন নিলে দীর্ঘ দিন ভাল থাকবে গাছ?

অন্দর সাজাতে অনেকেই নানা বাহারি গাছ রাখেন ঘরে। মানি প্ল্যান্ট, জিজি প্ল্যান্ট, জেড প্ল্যান্টের মতো নানা গাছ ঘরে শোভা বাড়িয়ে তোলে। সেই তালিকায় কিন্তু থাকে বাঁশ গাছও। অন্দরসজ্জায় এ ধরনের গাছের জুড়ি মেলা ভার। চলতি কথায় এই গাছকে "লাকি ব্যাম্বু"ও বলা হয়। এই ধরনের গাছ বাড়িতে রাখা শুভ বলেও মনে করেন অনেকে।

সাধারণত, অত্যন্ত কম যত্নআত্তিতে ভাল থাকে লাকি ব্যাম্বু। তবু গাছের যত্নে ধারাবাহিকতা থাকা জরুরি। লাকি ব্যাম্বুর যত্ন নেবেন কী ভাবে? আলো লাকি ব্যাম্বুর জন্য প্রয়োজন অল্প আলো। কম থেকে মাঝারি আলোয় ভাল থাকে এই গাছ। তাই বারান্দায়, জানলার ধারে, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো এসে পড়ে, সেখানে গাছ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

জল সাধারণত বাড়িতে টবের মধ্যে জল ঢেলেই লাকি ব্যাম্বু রাখা হয়। সে ক্ষেত্রে জলের দিকেও খেয়াল রাখুন। জল যদি কালচে হয়ে যায় কিংবা তাতে কিছু ভাসমান অবস্থায় থাকে, তা হলে অবশ্যই জল বদলান। অনেক সময়েই লাকি ব্যাম্বুর জলে ছত্রাক জন্মায়। আবার শুধু জলই নয়, টব গা ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে, যাতে তার গায়ে কোনও ছত্রাক বাসা না বাঁধে। প্রয়োজনে দু'সপ্তাহে এক বার করে জল বদলে টব পরিষ্কার করুন। অনেকে চওড়া পাত্রে বেশ কয়েকটি নুড়ি-পাথরের মাঝে সামান্য জল দিয়ে গাছ রাখেন। সে ক্ষেত্রে নুড়িও পরিষ্কার করুন।

পাতা অনেক সময়েই গাছের পাতার ডগা হলদেটে হতে শুরু করে। পাতা শুকিয়ে যাওয়া, নুইয়ে পড়ার লক্ষণও দেখা যায়। আসলে জলে অতিরিক্ত নুন কিংবা আয়রনের মাত্রা থাকলে এই ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। তা হলে যেমন নিয়মিত জল পরিষ্কার করা দরকার, তেমনই সাধারণ কলের জলের পরিবর্তে পরিস্রুত জলও ব্যবহার করতে পারেন। হলদেটে পাতার অংশ ছেঁটে ফেলতে পারেন। মাটি জলের পাশাপাশি মাটিতেও অনেকে এই গাছ পোঁতেন।

ডায়াবিটিসের রোগীদের কিডনির সমস্যা এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে

কিডনি ছাড়া শরীর একেবারে অচল। শরীর চাঙ্গা রাখতে হলে কিডনিকে অবহেলা করলে চলবে না। নয়তো শরীরে নানা জটিলতা বাসা বাঁধতে পারে। বড় কোনও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আগে তাই সতর্ক থাকা জরুরি। কোনও ক্রনিক অসুখ না থাকলে সাধারণত কিডনির যত্ন নেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। ছোটখাটো কিছু যত্নেই সুস্থ রাখা যায় কিডনিকে। কর্মব্যস্ততার কারণে অনেকেই আলাদা করে নিজের যত্ন নেওয়ার সুযোগ পান না। আর তাতেই বাড়ে বিপত্তি। তবে একটু সচেতন থাকলেই হতে পারে মুশকিল আসান। কোন কোন সাধারণ অভ্যাসেই দূরে থাকে কিডনির নানা সমস্যা? ১) শরীরে জলের ঘাটতি হলে চলবে না। সাধারণত যে কোনও সুস্থ মানুষের প্রতিদিন ৩-৪ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। তাই শরীরের প্রয়োজন কতটুকু, সেই পরামর্শ নিয়ে রাখুন চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের কাছ থেকে। সেই অনুপাতে জল খান। শরীরের যাবতীয় বর্জ্য বাইরে বার করে দিতে জলই সাহায্য করে। জলের ঘাটতি হলেই সেই বর্জ্য কিডনিতে জমা হয়ে কিডনিকে বিকল করে দেয়। ২) কিডনিতে সংক্রমণের অন্যতম কারণ হল প্রস্রাব চেপে রাখা। সাধারণত রাস্তাঘাটে বা অনেক সময়ে কাজের চাপে বাড়িতে থাকলেও অনেকে প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখেন। এই অভ্যাস মোটেই ভাল নয়। এর ফলে মূত্রনালিতে চাপ পড়ে, তাতেই ক্ষতি হয় কিডনির। বেশি ক্ষণ প্রস্রাব ধরে রাখার ফলে কিডনির শারীরবৃত্তীয় কাজ সারতে সমস্যা হয় ও দীর্ঘ সময় ধরে টক্সিন ধরে রাখায় শরীরে সংক্রমণ ঘটে। ৩) ডায়াবিটিসের রোগীদের কিডনি ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তাই সব সময়ে চেষ্টা করুন ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে। রক্তে শর্করার পরিমাণ কোনও ভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। কিডনি ভাল রাখতে ডায়াবিটিস প্রতিরোধ প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নিয়মিত রক্তের পরীক্ষা করার পাশাপাশি কিডনি ভাল আছে কি না, সেটাও পরীক্ষা করানো জরুরি। ৪) সামান্য ব্যথা হলেই বেদনানাশক ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকে অনেকেরই। অতিরিক্ত মাত্রায় এই ধরনের ওষুধ কিন্তু কিডনির নানা সমস্যা তৈরি করে।

পেন্সিলের নালিশ

রতন দাস

পেন্সিল এক দিন নালিশ
নিয়ে সঙ্গে কলম চার,
রাবার কাটার দুষ্টদুয়ের
বেড়েছে অনেক বার।

রাবার পাজি বেজায় দুষ্ট
কালমে ও সে দাবি,
লিখতে গেলেই মুছে দেয়
সে পেন্সিলের লেখা ছবি।

শিখ ছিলো সে সাত
বারের নাম
নানা নরকম চিত্র,
মাঝে মাঝে ফ্রেন্ড বানানটি
বাংলায় যেটা মিত্র।

যা লিখেছে তা-ই মুছেছে
ঘষে ঘষে তার গায়,
প্রমান রয়েছে জল জ্যান্ত
দেখো রাবারের পায়।

কাটারের বিরুদ্ধে ও
মামলা বড়ো
কেটেছে পেন্সিলের ঘাড়ে,
স্বভাব তাহার জন্ম থেকেই
রক্ত মাংস হাড়ে।

মীমাংসা নালিশের,
গোল টেবিলে
সাক্ষী কলম খাতা,
বিচারক আসলে নহং সে
চেপে ভাঙবে দুইয়ের মাথা।

সাজায় রাবার যুগ যুগান্ত
পেন্সিলের কর বেকর্ম,
ভুল ত্রুটি সব শুধরে দেবে
ঘষিয়ে দেহের চরম।

কাটার কাটবে পেন্সিল মস্তক
সর্বকালের মতো,
লিখবে পেন্সিল সেই
আনন্দে ইচ্ছে মনে যত।

কলমের লিখন অক্ষয় হবে
মায়ে দিলেন বর,
সকলে থাকবে একটি ঘরেই
কেউ হবে না পর।

শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় এক সাইকেল র‍্যালি আয়োজিত হয়।

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাংলাদেশের নারীরা' ইউনূস প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব খালেদার দল

ঢাকা, ৮ মার্চ (হি.স.): 'বাংলাদেশের নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন' শনিবার ইউনূস প্রশাসনকে এই কথায় 'তুলোধনা' করলো খালেদা জিয়ার দল বিএনপি।আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সাংবাদিক বৈঠক করে এই মন্তব্য করলেন খালেদার সৈনিকরা। আওয়ামি সরকারের পতনের পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে তুলোধনা করার জন্য সুর চড়াতে দেখা গিয়েছিল খালেদা এবং ইউনূসকে। কিন্তু ধীরে ধীরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমীকরণে বদল এসেছে।

হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার নেপথ্যে থাকা ছাত্রনেতারাই তৈরি করেছেন নতুন দল। সেই ছাত্ররা আবার ইউনূসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বলে দাবি রাজনীতিকদের একাংশের। বাংলাদেশে যখন সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে সেই সময়ে ইউনূসের বিরুদ্ধে খালেদার দলের সুর চড়ানো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এ দিন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে নারীরা এখনও বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, হিংসা, শোষণের শিকার। নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তিনি আরও দাবি করেছেন, 'সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হলে বিএনপি নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে বাংলাদেশে। এই দেশকে শোষণ ও নির্যাতন মুক্ত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ করবে।'

অন্যদিকে, এ দিন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'নারীদের সম্ভাবনা ও কর্মদক্ষতাকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে অন্তর্বর্তী সরকার নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করছে।' জুলাই এবং অগস্টে বাংলাদেশে যাঁরা গণ-অভ্যুত্থান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে নারীরাই ছিলেন বলে দাবি তাঁর। অর্থাৎ, ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে বিএনপি এবং ইউনূসের কণ্ঠে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'নারীশক্তি থেকে বিকশিত ভারত' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ২০২৫: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের গত ৫০ বছরে নারী সমাজের এক অসামান্য উন্নতি হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ (৮ মার্চ, ২০২৫) নয়াদিল্লিতে ""নারী শক্তি সে বিকশিত ভারত" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন যে, এই দিনটি মহিলাদের অর্জিত অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ সমতার প্রতি সম্মান জানাতে নিজেকে উৎসর্গ করার একটি দিন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আজ আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছি। এই সময়ের মধ্যে নারী সমাজ যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই

রাষ্ট্রপতি বলেন, তিনি তাঁর জীবন যাত্রাকে এই অগ্রগতির একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি বলেন যে, ওড়িশার একটি সাধারণ পরিবার ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করার পরেও, রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর যাত্রা ভারতীয় সমাজে মহিলাদের জন্য সমান সুযোগ সম্প্রসারন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার থাকার এক বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। নারীদের সাফল্যের এমন আরও উদাহরণ সামনে আসবে ও তা বাড়তে থাকবে বলে তিনি দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরও ভাল পরিবেশ প্রয়োজন। তাদের এমন একটি পরিবেশ পাওয়া উচিত যেখানে তারা কোনও চাপ বা ভয় ছাড়াই তাদের জীবন সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। আমাদের এমন একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হবে যেখানে কোনো মেয়ে বা বোন কোথাও একা যেতে বা থাকতে ভয় পাবে না। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হলেই কেবল ভয়মুক্ত সামাজিক পরিবেশ সম্ভব হবে। এমন পরিবেশ তৈরি হলে মেয়েরা যে আত্মবিশ্বাস পাবে তা আমাদের দেশকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে, বলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা যখনই নারীদের প্রতিভাকে সম্মান করেছি, তারা কখনও আমাদের হতাশ করেনি। তিনি বলেন, সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কৌর, সুচেতা কৃপলানী এবং হনসাবেন মেহতার মতো বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্বদের অবদানের কথা আমরা ভুলতে পারি না, যাঁরা সংবিধান সভার সদস্য ছিলেন। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে মহিলারা কেবল তাদের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের জোরে খ্যাতি অর্জন করে শুধু সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করেননি, দেশ ও সমাজের মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছেন।রাষ্ট্রপতি বলেন, বিজ্ঞান হোক, খেলাধূলা হোক, রাজনীতি হোক বা সমাজসেবা — সব ক্ষেত্রেই মহিলারা তাঁদের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলেছেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে, এই পরিস্থিতিতে দেশের শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধি করা উচিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, কেবল ভারতেই নয়, অন্যান্য দেশেও, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনায় কম অংশগ্রহণের অন্যতম কারন হিসাবে যে কারণ তুলে ধরা হয় তা হল এমন বিশ্বাস তৈরি করা যে মহিলারা তাদের বাচ্চাদের দেখভাল করতে কাজে ছুটি নেন বা বাচ্চার দেখাশোনার জন্য কাজে মনোযোগ দিতে পারেন না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। আমাদের নিজেদেরকেই প্রশ্ন করতে হবে, শিশুদের প্রতি সমাজের কি কোনো দায়িত্ব নেই? আমরা সবাই জানি পরিবারের প্রথম শিক্ষক হলেন মা। যদি কোনও মা বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য ছুটি নেন, তবে তাঁর এই প্রচেষ্টাও সমাজের উন্নতির জন্য। একজন মা তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার সন্তানকে একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে স্বনির্ভর, আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন এবং ক্ষমতায়িত মহিলাদের শক্তির উপর একটি উন্নত ভারত গড়ে উঠতে পারে। উন্নত ভারতের সংকল্পই আমাদের সকলের সংকল্প, যা আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে পূরণ করতে হবে। তাই নারীকে শক্তিশালী, ক্ষমতায়িত ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে পুরুষকে সহযোগিতা করতে হবে। রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি মুর্মু বলেন, নারীদের পূর্ণ আত্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা ও কঠোর অধ্যাবসায় কে সাথে করে জীবনে এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখা উচিত।

হিমাচল প্রদেশে মাদক সহ ধৃত যুবক

কুলু, ৮ মার্চ (হি.স.): হিমাচল প্রদেশে মাদক সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার রাতে মানালি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ওই ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মানালি পুলিশের একটি দল বারান লিঙ্ক রোড সংলগ্ন জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে।

ধৃত ব্যক্তির দেহ তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ২২১.৩৯০ গ্রাম চরস উদ্ধার হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ধৃতের নাম কমল (৩২), কুলু জেলার ভুন্টার তহসিলের হুরলা ডাকঘর এলাকার ওয়ামিনালা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলা ক্রীড়া সাংবাদিকদের কুর্নিশ কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব তাঁবুতে

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): মহিলা ক্রীড়া সাংবাদিকদের প্রতিদিনের লড়াই এবং তাঁদের পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানাল ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব (সিএসজেসি)। শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ক্লাব তাঁবুতে সংবর্ধিত ২৪ জন মহিলা ক্রীড়া সাংবাদিক। অতিথি হিসেবে ছিলেন দুই নামী তারকা ক্রীড়াবিদ ফুটবলার শান্তি মল্লিক ও অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস। শান্তি মল্লিক বলেন - এই দিনে সিএসজেসি যেভাবে প্রত্যেককে সম্মান জানাল, পরবর্তী প্রজন্মকেও উদ্বুদ্ধ করবে ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য। সোমা বিশ্বাসও এমন উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের প্রথম মিডিয়া ফুটবলে মহিলাদের দল অংশগ্রহণ করে। সেই সাংবাদিকদেরও পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানের অন্যতম স্পনসর ব্রাদার্স ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশানালের দুই কর্ণধার সরোজ শামল ও সৌভিক মজুমদার।

সিএসজেসি''র সভাপতি সুভেন রাহার কথায়, ছেলে-মেয়ের প্রভেদ নয়, লড়াইকে স্বীকৃতি জানাতে এই উদ্যোগ।

এদিনের সম্মান প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন যথাক্রমে - ইলোরা সেন, কৃষ্ণা রায়, মধুমিতা চক্রবর্তী, সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়, শিখা দেব, অদিতি সাহা, রুবি সরকার, সঙ্গীতা দে, সুচরিতা সেন চৌধুরী, সুতপা ভৌমিক, সম্পূর্ণা চক্রবর্তী, বিজয়া নাগ, প্রত্যুষা মুখোপাধ্যায়, তানিয়া রায়, আশা কৈরি, মৌতান ঘোষাল, দেবলীনা দত্ত দে, সহেলী চক্রবর্তী, তানিয়া রক্ষিত, সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী, ঋতিকা চক্রবর্তী, প্রীতি সাহা, পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌমিতা গোস্বামী চক্রবর্তী প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: ফাইনালে ভারতের সেরা ৩ ব্যাটসম্যান এবং বোলার

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): রবিবার দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল। শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে নামবে ভারত- নিউজিল্যান্ড। ফাইনালের আগে ভারতের সেরা ব্যাটিং এবং বোলিং পারফরম্যান্স এর এক ঝলক।

সেরা তিন ব্যাটসম্যান:

বিরাট কোহলি - ২১৭ রান:চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে রান সংগ্রহের তালিকায় ৩ নম্বরে থাকা বিরাট কোহলি ভারতের হয়ে সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটসম্যান।চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ২১৭ রান করেছেন তিনি। যার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের বিপক্ষে একটি অসাধারণ সেঞ্চুরি এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনালে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ৮৪ রান।

শ্রেয়স আইয়ার - ১৯৫ রান: চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের হয়ে ১৯৫ রান সংগ্রহের ক্ষেত্রে শ্রেয়স আইয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শ্রেয়স পুরো চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দলের কঠিন মুহূর্ত রুখে দাঁড়িয়ে দলকে রক্ষা করেছেন। ফাইনালেও তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে দল। শুভমান গিল - ১৫৭ রান: বাংলাদেশের বিপক্ষে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করে ভারতের এই তরুণ ওপেনার চ্যাম্পিয়নস ট্রফির অভিযান শুরু করেছিলেন। অন্যান্য ম্যাচগুলোতেও খেলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন।ফাইনালে ভারতকে একটি ভালো ইনিংস উপহার দেবেন এই আশা ভারতীয় দল করছে।

ভারতের সেরা ৩ বোলার:

মহম্মদ শামি - ৮ উইকেট: ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর মহম্মদ শামি ভারতের হয়ে আবার খেলা শুরু করেছেন।শামি এখনও পর্যন্ত ৮ টি উইকেট নিয়েছেন, যার মধ্যে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৫ টি উইকেট রয়েছে তাঁর।

বরুণ চক্রবর্তী- ৭ উইকেট: বরুণ চক্রবর্তী টুর্নামেন্টের প্রথম খেলায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেন এবং তারপর থেকে ভালো খেলে চলেছেন। তিনি দুটি খেলায় ৭ টি উইকেট নিয়েছেন, যার মধ্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রয়েছে ৫টি উইকেট। অক্ষর প্যাটেল: অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল ব্যাট এবং বল উভয় ক্ষেত্রেই এক্স-ফ্যাক্টর। ফিল্ডিংয়েও তিনি অনবদ্য। ব্যাট হাতে তিনি কার্যকর অবদান রাখছেন, আর তাঁর বোলিং ভারতকে বিভিন্ন সময়ে রক্ষা করছে। খেলার সব পর্যায়েই তিনি বোলিং করছেন।

ফাইনালে ভারতের বরুণ চক্রবর্তীকে সমীহ করছে নিউজিল্যান্ড

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): ফাইনালে ভারতের বরুণ চক্রবর্তীকে সমীহ করছে নিউজিল্যান্ড। উল্লেখ্য, বরুণ চক্রবর্তী গ্রুপপর্বে কিউইদের বিপক্ষে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। তাঁকেই সমীহ করছেন নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড। সাংবাদিক সম্মেলনে স্টিড বলেছেন, 'আমরা আশা করছি, বরুণ খেলবেন। তিনি আমাদের বিপক্ষে গত ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। তিনি একজন ভালো বোলার এবং গত ম্যাচে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাই আমরা চিন্তা করছি কীভাবে তাঁর মোকাবিলা করা যায়।'

গ্রুপপর্বে ভারতের বিপক্ষে খেলতে পাকিস্তান থেকে দুবাইয়ে যেতে হয়েছিল নিউজিল্যান্ডকে। এরপর সেমির জন্য আবার পাকিস্তানে যেতে হয়। এখন ফাইনাল হচ্ছে দুবাইয়ের মাঠে। অর্থাৎ কয়েকদিনে বেশ দৌড়াদৌড়ি করেছে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। তবে এটাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে নারাজ স্টিড।

নিউজিল্যান্ড কোচ বলেছেন, 'লাহোরে খেলে কয়েক ঘন্টা জার্নি করে দুবাইয়ে এসেছি। কোনও সন্দেহ নেই এতে আমরা কিছুটা ক্লান্ত। তবে আমাদের হাতে এখনও কিছু সময় আছে। কিছুটা রিকভার করেছি। আর ম্যাচের জন্য পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণের জন্য কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।'

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি দর্শক সংখ্যার ২০২৩ বিশ্বকাপের রেকর্ড ভেঙেছে

দুবাই, ৮ মার্চ(হি.স.) : চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দুবাইয়ে ভারত বনাম পাকিস্তানের বহু প্রতীক্ষিত ম্যাচটি টেলিভিশন দর্শকদের নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের এই ম্যাচটি টিভিতে অভূতপূর্ব ২০.৬ কোটি দর্শক দেখেছে। এটিকে ব্রডকাস্ট অডিয়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক দেখা ক্রিকেট ম্যাচ করে তুলেছে , বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি বাদ দিয়ে।

এই ঐতিহাসিক ম্যাচটি ২০২৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তানের ৫০ ওভারের ম্যাচটিকে ছাড়িয়ে গেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচের টেলিভিশন রেটিং (টিভিআর) ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ম্যাচের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ বেশি ছিল, সরকারি সম্প্রচারক জিওহটস্টার শনিবার জানিয়েছে।

নারী দিবসে সফল মহিলাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সমাজমাধ্যম উন্মুক্ত করলেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সফল মহিলাদের জন্য তাঁর সমাজ মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম উন্মুক্ত করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত সরকারের প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো জানিয়েছে এই বিষয়ে।

তাদের তরফে জানানো হয়েছে, 'মহিলাদের শক্তি ও সাফল্যের প্রতি প্রেরণাদায়ক সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীমোদী তাঁর সমাজ মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম সেইসব নারীদের হাতে তুলে দিয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের সাক্ষ্য রাখছেন।

এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সফল নারীরা তাঁদের জীবনের কাহিনী ভাগ করে নিতে পারছেন। সফল নারীরা প্রধানমন্ত্রীর এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন :

'মহাকাশ প্রযুক্তি, পরমাণু প্রযুক্তি এবং নারীর ক্ষমতায়ন...

আমরা পরমাণু বিজ্ঞানী এলিনা মিশ্র এবং মহাকাশ বিজ্ঞানী শিল্পী সোনি এবং ীঢদ্রদ্বত্রদ্ব্রন্ঙ্গথা-তে প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতে পেরে আমরা শিহরিত।

আমাদের বার্তা হল - বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত সবচেয়ে প্রাণবন্ত স্থানে রয়েছে এবং একে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহিলাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।'

ভারত ২০২৫ সালের এশিয়ান মহিলা কবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে

তেহরান, ৮ মার্চ (হি.স.) : শনিবার এশিয়ান মহিলা কবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারত ইরানকে ৩২-২৫ গোলে হারিয়ে পঞ্চম শিরোপা জিতেছে। তেহরানে অনুষ্ঠিত এই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দল ইরানকে হারিয়ে সাফল্যের সঙ্গে তাদের মুকুট রক্ষা করে। গতবারও মহিলা কবাডি দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

কাশ্মীরের আবহাওয়া শুষ্কই, ১০-১২ মার্চ বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ৮ মার্চ (হি.স.): বিগত কয়েকদিনের মতো শনিবারও জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া শুষ্কই। কনকনে না হলেও ঠান্ডা রয়েছে, উপত্যকার আবহাওয়া একেবারেই মনোরম। তবে, ১০-১২ মার্চের মধ্যে ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে কাশ্মীরে। তার আগে ৯ মার্চ পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরে আবহাওয়া।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ৯ মার্চ একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসছে। এর প্রভাব বেশিরভাগই পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে পড়বে, যেখানে ৯-১৩ মার্চ পর্যন্ত সামান্য বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১০-১২ মার্চের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে।

শনিবার আগরতলার টাউন হলে তিপ্রা মথার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়।

বিলোনিয়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

বিলোনিয়া, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিলোনীয়া পুরপরিষদ ও ত্রিপুরা শহুরী আজীবিকা মিশনের যৌথ উদ্যোগে বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হল মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।এদিন উদ্বোধনের পর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানে স্বাগত ভাষনের পর সমাজ সেবিকা, নৃত্য ও অঙ্কন শিল্পী, ভারোত্তোলক, পশুপ্রেমী, মেধা তালিকায় দশম স্থানাধীকারিকে সংবর্ধনা করেন অতিথিরা। এছাড়া বিলোনীয়া পুরপরিষদের পনের জন মহিলা কর্মী,কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন পনের জন মহিলা, দশটি স্বসহায়ক দলের মধ্য থেকে দশ জন মহিলা সহ পুর সভার অধীনে মহিলা সাফাই কর্মী দের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথিরা ছিলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী পূর্ত বিভাগের সভাপতি বাবুল ভৌমিক, ডিসিএম সনৎ দেওয়ান, পশ্চিম জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অস্মিতা বনিক সহ কাউন্সিলর অন্যান্য অতিথিগন।

কল্যাণপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

আগরতলা, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং আইসিডিএস প্রজেক্টের উদ্যোগে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, উত্তর কমলনগর পঞ্চায়েতের প্রধান, আইসিডিএস দপ্তরের আধিকারিকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই কর্মসূচির মূল স্লোগান ছিল 'আসুন সবাই মিলে রাজ্য থেকে বাল্যবিবাহ নির্মূল করি এবং মহিলা ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করি।' সিডিপিও (ঙ্খঙ্গঞ্ঞ্জ) তার বক্তব্যে বলেন, 'প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে তাদের এলাকায় নজর রাখতে হবে, যাতে কোথাও বাল্যবিবাহ না ঘটে।' অন্যদিকে, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ নারীর ক্ষমতায়ন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি সামাজিক কুসংস্কার ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এদিনের কর্মসূচিতে শুধুমাত্র অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হেলপারদের উপস্থিতি ছিল। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে তিনজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও তিনজন অঙ্গনওয়াড়ি হেলপারকে সম্মাননা স্বরূপ কিছু অর্থ সাহায্যের চেক তুলে দেওয়া হয়। নারীর ক্ষমতায়ন ও বাল্যবিবাহ রোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এ ধরনের কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম বলে মনে করছেন সমাজকর্মীরা।

তিপরা ওমেন্স ফেডারেশনের তরফে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

আগরতলা, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তিপরা ওমেন্স ফেডারেশন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা, প্রেসিডেন্ট মনিহার দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রেসিডেন্ট মনিহার দেববর্মা বলেন, প্রতিবছরের মতো এবছরও তিপরা ওমেন্স ফেডারেশনের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়েছে। এবছর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলাদের এনে আগরতলা টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সমাজে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে তিপরা ওমেন্স ফেডারেশন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। আগামীদিনেও মহিলাদের স্বার্থে তিপরা ওমেন্স ফেডারেশন কাজ করবে বলে জানান তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

উদয়পুর, ৮ মার্চ: আজ আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ করে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর প্রত্যেকটি বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার জন্য কয়েকদিন আগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মোতাবেক গোমতী জেলার প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।এই উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি- যেমন নারী ক্ষমতায়ন ,নারীদের সমাজে সমান অধিকার এবং বাল্যবিবাহ রোধে অভিভাবক এবং সমাজের সকল স্তরের সুনাগরিকদের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানসহ গোমতী জেলায় বিভিন্ন নারী সংগঠন, স্বসহায়ক দল দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা পালন করে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আজ উদয়পুর শিশু উদ্যানে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবক তথা নারী নেত্রী সবিতা নাগ, উপস্থিত ছিলেন পুরো পরিষদের কাউন্সিলর নুপুর দত্ত , উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সহ মুখ্য কার্যকর্তা জিষ্ণু দেববর্মা এবং অন্যান্য নারী নেতৃবৃন্দ।অনুষ্ঠানে বিশ্ব নারী দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নারী নেত্রী সবিতা নাগ, পুর পরিষদের পুর পিতা শীতলচন্দ্র মজুমদার, কাউন্সিলার নুপুর নন্দি সহ বক্তারা নারী ক্ষমতায়ন ,নারীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন,নারী অধিকার রক্ষায় নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া, শিক্ষা এবং সমাজে নারীদের সমান অধিকার অর্জনে সকলের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে পুরো পরিষদের সাফাই কর্মী এবং মহিলা কর্মীদের সংবর্ধিত করা হয় এবং পুরস্কৃত করা হয় অনুষ্ঠানে নারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস কে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য সমস্ত ডাকঘরে মহিলা সম্মান নিধি যোজনা সুবিধা গ্রহণ করার জন্য সমস্ত এজেন্টদের টার্গেট নির্ধারণ করে দেয়া হয়।সে মোতাবেক আজ রাধা কিশোরপুর প্রধান ডাকঘরে এজেন্টরা মহিলা সম্মান নিধির অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা সম্মান নিধি পলিসি জমা করেন।খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা যায় ডাকঘরের কর্মী, আধিকারিক এবং এজেন্টদের মধ্যে।

রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ৮ মার্চ: নাইটগার্ড থাকা সত্ত্বেও মেলাঘর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে বিদ্যালয়ে থাকা ৩১ টি সিসি ক্যামেরার দুটি হার্ডডিস্ক সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে। চোরের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল নাইটগার্ড থাকা সত্ত্বেও মেলাঘর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে পাঁচটি কক্ষের মোট ১৪ টি আলমারি ভেঙ্গে ফেলে তছনছ করে দেয়। চুরি করে নিয়ে যায় বিদ্যালয়ে থাকা ৩১ টি সিসি ক্যামেরার দুটি হার্ডডিস্ক সহ অন্যান্য সামগ্রী।

উদাহরণ প্রতিমা

● প্রথম পাতার পর

ধরনের প্রসেসিং করেনরটা, লালি ও টাটি। এর মধ্যে তাম্বুল নামক বিশেষ প্রজাতির সুপারির চাহিদা মিজোরাম ও মেঘালয়ে অত্যন্ত বেশি। এছাড়া রটা ও লালির প্রচুর চাহিদা রয়েছে, যা গুটকা ও বিখ্যাত টুথপেস্ট কোম্পানির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে প্রতিমা ছয় লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা আরও প্রসারিত করেছেন। তাঁর কাছে বর্তমানে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার সুপারি মজুত রয়েছে। প্রতি মাসে তিনি স্ব-সহায়ক দলকে নয় হাজার টাকা করে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। ব্যবসার ব্যস্ত সময় অর্থাৎ ভাদ্র মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত তাঁর কর্মশালায় প্রায় ১০০ জন মহিলা ও ১০ জন পুরুষ কাজ করেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিমা দেবনাথ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "লাখপতি দিদি প্রকল্প আমাদের মতো মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে। আমি গর্বিত যে আমার সাফল্যের সঙ্গে আরও অনেকের জীবিকা জড়িয়ে আছে।" প্রতিমার এই সাফল্যের কাহিনি প্রমাণ করে যে, সংকল্প আর কঠোর পরিশ্রম থাকলে যেকোনো নারীই আত্মনির্ভর হতে পারেন এবং সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

তোলা হয়েছে

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ানি সংক্রান্ত ৫টি মামলা আদালতে উঠে এবং বেশিরভাগ মামলাই নিষ্কৃতি হয় এই লোক আদালতে।ত্রিপুরা রাজ্য আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী এই বিনামূল্যে এবং দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সুবিধা গ্রহণের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অঙ্গীকারবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য "আমার সরকার" পোর্টাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার প্রশংসা করেছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা অনেকটা উন্নত হয়েছে। ফলে রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত ইনভেস্টারস মীটে ৭৮৭ জন বিনিয়োগকারীর সঙ্গে প্রায় ৩,৭০০ কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ৪ লক্ষ ৩০ হাজার জন উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় সড়ক, জনজাতি কল্যাণ, পর্যটন, কৃষি, সামাজিক ভাতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রাজ্যের মহিলাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়ণে সর্বদা সচেষ্ট। মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে বর্তমানে রাজ্যে ৫৩,৬২৩টি স্বসহায়ক দল রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার। রাজ্যে বর্তমানে ৯১৮৭১ জন লাখপতি দিদি রয়েছেন। ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার স্ব-সহায়ক দলের সদস্যার প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা এবং ৩ লক্ষ ১৪ হাজার সদস্যা প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনার সুফল পাচ্ছেন। তাছাড়া মহিলাদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৩৩ শতাংশ, সরকারি স্টল বিতরণে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ, হোস্টেল নির্মাণ, পিঙ্ক টয়লেট নির্মাণ, উজ্জ্বলা যোজনায় ৩ লক্ষ ১২ হাজার গ্যাসের সংযোগ, প্রায় ১২২লক্ষ নবম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রীদের বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকার যেসকল রাজ্য প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী স্টেট ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার, মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা প্রকল্প ইত্যাদি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলনে, এনইসি প্ল্যানারী বৈঠক, জি-২০ এর মত কর্মসূচির সফল আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি থেকে কাটিয়ে উঠতে সরকার, প্রশাসন সর্বোপরি সাধারণ জনগণ মিশন মুডে কাজ করার ফলেই সামগ্রিক সফলতা এসেছে। উল্লেখ্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সরকারের উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রগতিশীল মার্গদর্শনে প্রশাসন কাজ করে চলেছে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনেকটা সহজতর করার ফলে রাজ্যে বর্তমানে বিনিয়োগ বেড়েছে। সরকার এবং প্রশাসন ঐক্যবদ্ধ মনোভাব নিয়ে কর্মপরিকল্পনা করার ফলে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর কল্যাণে দ্রুত অনেক সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পিকে চক্রবর্তী।

সিপাহীজলায় জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৮ মার্চ: বিশ্রামগঞ্জস্থিত শচীন দেব বর্মন স্মৃতি কমিউনিটি হলে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানের মঙ্গল আলোর প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।

প্রসঙ্গত, ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের নারীরা প্রথম নারীর সম্মান রক্ষা , ন্যায় বিচার নারীর ক্ষমতায়নকে তাদের অধিকার হিসাবে দাবি করে। এর পরিপেক্ষিতে ১৯১০ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রস্তাব দেন। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালন করার জন্য ঘোষণা করেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। সারা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিপাহীজলা জেলাতেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে পালন করা হয় শনিবার বিশ্রামগঞ্জ স্থিত শচীন দেব বর্মন স্মৃতি কমিউনিটি হলে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, গ্রামীণ জীবিকা মিশন এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই মহতী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মঙ্গল আলোর প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রিংকু রাঠোর জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক সহ আরো অনেক গুণীজনেরা।

ধর্মনগর মহিলা থানার উদ্যোগে উদযাপিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আগরতলা, ৮ মার্চ: ধর্মনগর মহিলা থানার উদ্যোগে উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ধর্মনগর থানা এবং মহিলা থানার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে থানার সম্মুখে এক আলোচনা চক্র এবং মহিলাদের মধ্যে মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করা হয়।

অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী রানী দাস সেন, কাউন্সিলর জয়ন্তী ভট্টাচার্য্য, মহিলা থানার ইন্সপেক্টর শিপ্রা দাস, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্মৃতি কান্ত বর্ধন প্রমূখ। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহিলা থানার সকল মহিলা পুলিশ আধিকারিক, মহিলা পুলিশ কর্মী সহ ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মহিলাগণ। প্রথমে স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর থানার ওসি তথা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্মৃতি কান্ত বর্ধন। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন মহিলা থানার আধিকারিক ইন্সপেক্টর শিপ্রা দাস

সরকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রতি সম্মান জানিয়ে এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে মধ্য রেল। শনিবার মধ্য রেলের সমস্ত ট্রেন মহিলাদের দ্বারা চালিত হয়েছে। সিএসএমটি-শিরডি বন্দে ভারত ট্রেনের সমস্ত ক্রু ছিলেন মহিলা, যার মধ্যে লোকো পাইলট, সহকারী লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার, টিসি এবং ট্রেন হোস্টেস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চেষ্টা চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

আগুন জ্বলতে থাকে। চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আগুন নিভিয়ে নব গৃহবধ সীমা নমশূদ্রকে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক গৃহবধূর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। গৃহবধূর শরীর ৯৫ শতাংশ পুড়ে যায়। এবিষয়ে বিস্তারিত জানান গৃহবধূর ভাসুর পরিমল নমঃশুদ্র এবং গৃহবধূর শ্বশুর নারায়ন নমঃশুদ্র।

ব্যক্তিপূজা ঃ সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

দেশের ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করেন, কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শুধু দেশের ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত। ধর্মীয় বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে শাসক দল জয় লাভের চেষ্টা করছে। কংগ্রেস নেতার এ ধরনের চাঞ্চল্যকর বক্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

দুই জনের

● আটের পাতার পর

তাদের দুজনের বাড়ি দক্ষিণ রামনগর এলাকায়। এদিকে বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন প্রতিবেশীরা। তাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার গাড়ি থেকে আহতদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সাথে সাথে দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরছেন। ত্রিপুরায় বেকার সমস্যা এখন জলন্ত দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া, বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৩০০ টাকা রেগার মজুরি প্রদান করবে। এখনো পর্যন্ত তাও পূরণ করে নি। এখন ত্রিপুরায় রেগার মজুরি ২৪০ টাকা হয়েছে। তাও বছরে গড়ে ৩২ দিন কাজ হয়। তাঁর কটাক্ষ, অপশাসন, দুর্নীতি এবং নৈরাজ্যের মধ্যে দিয়ে বিজেপির দ্বিতীয় মেয়াদের আজ দুই বছর পূর্তি হয়েছে। আসলে, এই দুই বছরে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরায় দুর্নীতির মহাকুম্ভ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার দেওয়া একটিও প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না। বিজেপি তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় আসলে সরকার কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন দেওয়া হবে। আর এই লালসার দিকেই পা বাড়িয়েছিলেন তৎকালীন সময়ে সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সপ্তম পে কমিশন কার্যকরী করে নি বিজেপি সরকার। গতকাল বিজেপির জনসমাবেশে জনগন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যদের কাছ থেকে জবাব চাইবেন, বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

তাঁর অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যের গণতন্ত্র অধিকার হরণের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া, আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার গোটা দেশে নয়া ফ্যসিস্ট সুলভ এবং একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমে অব্যাহত রয়েছে।রাজ্যের বিরোধী দলের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং অনুষ্ঠান বানচাল করার ধারা বিজেপি সরকারের আমল থেকে শুরু হয়েছে। তার দৃষ্টান্তমূলক উদাহারণ হল কিছুদিন আগে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনে বাঁধা দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, সারা রাজ্যে সন্ত্রাস কায়েম করে ছাপ্পা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার ঘটনা জনগনের জানা রয়েছে। এদিন তিনি আরো বলেন, দুর্নীতি ও অপশাসনের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে ত্রিপুরা। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্ব ক্ষেত্রে দুর্নীতির জাল রয়েছে। কিছুদিন আগে টিএমসিতে অর্থের বিনিময়ে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের পাশ করে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগামী দিনের ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আজ সেই বিজেপি সরকার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ঘটা করে জনসভার আয়োজন করছে।

আসন্ন দোল পূর্ণিমা উৎসবকে সামনে রেখে নানাবিধ সামাজিক কর্মসূচি

আগরতলা, ৮ মার্চ: তেলিয়ামুড়া রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের আসন্ন দোল পূর্ণিমা উৎসবকে সামনে রেখে নানাবিধ সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।এরই অঙ্গ হিসাবে শনিবার আশ্রম প্রাঙ্গণে এক রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের উদ্যোগে আজ এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুরের আশ্রিত গুরু ভ্রাতা ও ভগ্নিগন উৎসাহের সাথে এই মহান কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে। তাছাড়াও একইদিনে রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও জল বিতরণ করা হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে,, আগামী ১৪ ই মার্চ তেলিয়ামুড়া রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের বাৎসরিক দোল পূর্ণিমা উৎসব। এই উৎসবকে সামনে রেখে এক ঝাঁক সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রক্তদান শিবির, হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ,স্বচ্ছ ভারত অভিযান, যোগা ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ আশ্রমে প্রত্যেকদিন বেদবানী পাঠ,ভক্তিমূলক সংগীতানুষ্ঠান, ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।তাছাড়া আগামী ১১ ই মার্চ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে গঙ্গা আহ্বান এবং উৎসব অধিবাস শেষে সত্যনারায়ন পূজার মধ্য দিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা হতে চলেছে।যা চলবে আগামী ১৪ ই মার্চ দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত।।

ফটিকরায় আম্বেদকর কলেজে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় যুব শিবির

আগরতলা, ৮ মার্চ: ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় আম্বেদকর কলেজে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় যুব শিবির। সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর সুব্রত শর্মা। বিকশিত ভারতের এক দেশ এক নির্বাচনকে প্রাধান্য দিয়ে আগামী ১৮ এবং ১৯ মার্চ ফটিকরায়ের আম্বেদকর কলেজে অনুষ্ঠিত হবে এই জাতীয় যুব শিবির। এনিয়ে কলেজের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তিনি জানান, দেশের ৩০০ টি জেলার মধ্যে ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় কলেজ, পশ্চিম জেলার ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয় এবং দক্ষীন জেলার বিলোনিয়ায় হবে এই যুব সংসদ। ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অর্থানুকুল্যে আগামী দুদিন হবে এই শিবির। মোট তিনটি পর্যায়ে শিবির অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এনিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে বলে জানান ফটিকরায় আম্বেদকর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

ভিত্তি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মহিলাদের থেকেই এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উত্থান। আমরা বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে একজন মহিলাকে দেখতে পাই। জনসংখ্যার ৫০ শতাংশই মহিলা। আমরা জানি ভ্রূণ হত্যা নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে। আইনগতভাবে এই বিষয়টি মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি আমরা। আইন করে ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স ঠিক রাখার জন্য মহিলা ও পুরুষের অনুপাত সমান সমান রাখতে হবে। আর সেই দিশায় কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার এবং আমাদের রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমরা নানাভাবে চেষ্টা করছি। বাল্যবিবাহের ফলে ১৮ বছরের নিচে থাকা মেয়েরা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার মধ্যে পড়ে। তাই এবিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমি এবিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বলবো মহিলা মোর্চার সভানেত্রীকে। ডাঃ সাহা বলেন, নারী শক্তি একবিংশ শতাব্দীতে বিকশিত ভারতের অন্যতম ভিত্তি। সমাজ ও দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ নারীদের সম্মান দিয়ে শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিক নির্দেশনায় বিকশিত ভারত গড়ে তোলা ও নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে দেশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮ বছর বয়সের আগে কোনও মেয়েকে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের এধরণের অভ্যাস ঠেকানোর জন্য অবশ্যই কাজ করা উচিত। মহিলাদের ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। যদি কোন মহিলা কোন পরিবার পরিচালনা করতে পারেন, তবে কেন তিনি সমাজের দায়িত্ব নিতে পারবেন না?

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ মহিলারা সব কিছু করতে পারেন। ত্রিপুরার মেয়েরা এখন বিমান উড়াচ্ছেন এবং ট্রেনে লোকো পাইলট হিসেবে কাজ করছেন। মহিলারা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং আরও অনেক পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। মহিলা ছাড়া একটি বাড়ি সুন্দর হতে পারে না। ভারতীয় জনতা পার্টিতে ক্ষমতার সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হচ্ছেন মহিলারা। তারা দলের শক্তি। একারণেই বিজেপি মহিলা মোর্চা গঠিত হয়েছিল। আমাদের রাজ্য সরকারও মহিলাদের কল্যাণের জন্য কাজ করছে। আমরা তাদের জন্য ৩৩ু সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছি। আমাদের অবশ্যই মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ২০২৩ সালের নির্বাচনে আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে মহিলারা যখন আমাদের পাশে রয়েছে, তখন বিজেপি সরকার গঠন করবে এবং ঠিক এটাই হয়েছিল। মহিলারা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাজ করছি। আমরা তাদের জন্য পিঙ্ক টয়লেটও চালু করেছি।

এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মন, প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার, সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি রবীন্দ্র রাজু, পদ্মশ্রী স্মৃতি রেখা চাকমা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, মন্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস সহ অন্যান্য আরো অনেকে।

সম্মেলনের আয়োজন

● আটের পাতার পর

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী, ও পৌরহিত্য কর্ম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পন্ডিত ভাস্কর চক্রবর্তী, রাজ্য সংগঠন সম্পাদক সুধাংশু ভট্টাচার্য্য, উপদেষ্টা কমিটির সদস্যা ইন্দ্রানী মুখার্জী প্রমূখ। আজকের এই সম্মেলন থেকে ৬ টি অঞ্চল কমিটি ও একটি কৈলাশহর বিভাগীয় নতুন কমিটি গঠন করা হবে। সাথে বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য ব্রাহ্মণদের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আবেদন রাখেন শ্রীরামপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি অঞ্জন চক্রবর্তী।

এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা

● আটের পাতার পর

করা হয়েছে। চতুর্পাক্ষিক চুক্তির অধীনে পুনর্বাসিত ব্রু পরিবারকে গৃহ নির্মাণ, কর্মসংস্থান, বিনামূল্যে রেশন সহ সমস্ত ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হয়। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও অভুতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গেছে। নেশা মুক্তি অভিযানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গজন ক্ষমতায়ন নীতি চালু হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো স্টেট লোগো প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে মাথাপিছু গড় আয় হয়েছে ১,৭৭,৭২৩ টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে ছিল ১,১৩,০১৬ টাকা। ক্রীড়া পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন সম্ভব হয়েছে। ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে পুরস্কার অর্জন করে যাচ্ছে ত্রিপুরা। এক্ষেত্রে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার অবদান ও নিরলস প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য। বরাবরই তিনি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন।

কদমতলায় অটল বিহারী বাজপেয়ি মেমোরিয়াল প্রাইজমানি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দীর্ঘ ছয় বছর পর কদমতলা বিদ্যালয় মাঠে শুরু হয়েছে অটল বিহারী বাজপেয়ী ডিউজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।মোট আটটি দলকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয় শনিবার দুপুরে স্থানীয় কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। উদ্বোধনী ম্যাচের শুরুতেই পতাকা উত্তোলন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ সহ টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সভাপতি শুভাশিষ সেনগুপ্ত ও সমাজসেবী কাজল দাস উপস্থিত ছিলেন। এরপর দেশাত্ব বোধক নিত্য ও জাতীয় সংগীতের পরই অতিথিরা ব্যাট বলের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক অমিতাভ নাথ জানান, অসম ত্রিপুরা সহ মোট আটটি শক্তিশালী দলকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। এতে চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি সহ নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও রানার্স দল ট্রফি সহ নগদ কুড়ি হাজার টাকার পুরস্কার পাবে।

তাছাড়াও ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ সহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার রয়েছে টুর্নামেন্টের খেলোয়াড়দের জন্য। এদিকে এদিনের উদ্বোধনী খেলায় কদমতলা প্লে সেন্টার ও ধর্মনগর নেতাজি ক্লাব একে অপরের মুখোমুখি হয়।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ধর্মনগর নেতাজি ক্লাব নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেটের বিনিময়ে ১৬৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কদমতলা প্লে সেন্টার শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে। একসময়ের চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে নয় ওভারে ছয় উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৩৭ রানে ধুঁকতে থাকে কদমতলা। সেখান থেকে সহ অধিনায়ক প্রশান্ত মালাকারের ব্যাটে ভর করে ১৫.১ ওভারে সবকটি উইকেটের বিনিময়ে ৭৮ রান সংগ্রহ করে লজ্জার হার বরণ করে নেয় প্লে সেন্টারের খেলোয়াড়রা।

আগামীকাল থেকে আগরতলায় সর্বভারতীয় ভিজ্জি ট্রফি ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। প্রথমবারের মতো আগরতলায় জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আয়োজক ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। সর্বভারতীয় ভিজ্জি ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। জোন ভিত্তিক সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলসমূহ এতে অংশ নিয়ে থাকে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও নর্থ জোন, ইস্ট জোন, সাউথ জোন এবং ওয়েস্ট জোন এই চারটি জোন ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল এতে অংশ নিতে ইতোমধ্যে আগরতলায় চলে এসেছেন। আগামী ১০ মার্চ থেকে সর্বভারতীয় এই বিশ্ববিদ্যালয় একদিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট তথা ভিজ্জি ট্রফি ২০২৫ শুরু হচ্ছে। ১৪ মার্চ পর্যন্ত চারদলীয় গ্রুপ লিগের ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ই মার্চ হবে ফাইনাল ম্যাচ। খেলাগুলি হবে এমবিবি স্টেডিয়াম এবং নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। ১০ মার্চ প্রথম দিন এমবিবি স্টেডিয়ামে নর্থ জোন খেলবে ইস্ট জোনের বিরুদ্ধে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সাউথ জোন ও ওয়েস্ট জোন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১১ মার্চ বিরতির পর ১২ মার্চ এমবিবি স্টেডিয়ামে নর্থ জোন খেলবে ওয়েস্ট জোনের বিরুদ্ধে। একই সময়ে ইস্ট জোন এবং সাউথ জোন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ফের ১৪ মার্চ এমবিবি স্টেডিয়ামে নর্থ জোন এবং সাউথ জোন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ইস্ট জোন ও ওয়েস্ট জোন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। লীগ পর্যায়ের ম্যাচ থেকে সেরা দুটি জোন দল ১৬ মার্চ এম বি বি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বলাবাহুল্য, এই ভিজ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার রঞ্জি তারকা শ্রীদাম পাল ইস্ট জোনের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

ফাইনালে বরুণকে সামলাতে বিশেষ প্রস্তুতি নিউ জিল্যান্ডের, উদ্বেগ লুকোচ্ছেন না কিউয়ি কোচ

বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে চিন্তিত নয় নিউ জিল্যান্ড শিবির। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের রহস্য-স্পিনারকে সামলাতে বিশেষ প্রস্তুতি নিচ্ছে কিউয়িরা। নিউ জিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টেড জানিয়েছেন, রবিবারের ফাইনালের জন্য প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখছেন না তাঁরা।

গ্রুপ পর্বের ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার স্পিনার নিয়ে দল সাজিয়েছিলেন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। প্রতিযোগিতায় সেই ম্যাচেই প্রথম খেলেন বরুণ। জীবনের দ্বিতীয় এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমেই প্রতিপক্ষকে চমকে দিয়েছিলেন বরুণ। ৪২ রানে ৫ উইকেট নেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে বরুণ ২ উইকেট নেন ৪৯ রান খরচ করে। ফাইনালেও ভারতীয় শিবিরের অন্যতম ভরসা তামিলনাড়ুর স্পিনার।

নিউ জিল্যান্ড শিবির জানে, সমস্যায় ফেলতে পারেন বরুণ। মিচেল স্যান্টনার, কেন উইলিয়ামসনেরা সতর্ক। নিউ জিল্যান্ড কোচও গুরুত্ব দিচ্ছেন বরুণকে।

স্টেড বলেছেন, "আমাদের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিল বরুণ। আশা করছি, ফাইনালেও খেলবে। বরুণ খুব ভাল বোলার। আমাদের বিরুদ্ধেই শেষ ম্যাচে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। নিশ্চিত ভাবে ওকে নিয়ে আমাদের ভাবতেই হবে। ওর বল সামলানোর উপায় বার করতে হবে। ওর বিরুদ্ধে রান করার কৌশল ঠিক করতে হবে।" শেষ দু'টি ম্যাচে বরুণের বোলিং বিশ্লেষণ করছে নিউ জিল্যান্ড শিবির। ভারতীয় স্পিনারের বলের বৈচিত্র বোঝার চেষ্টা করছেন স্টেডেরা। ভারতের স্পিন আক্রমণ নিয়ে স্টেড যেমন চিন্তিত, তেমনই অসন্তুষ্ট প্রতিযোগিতার সূচি নিয়ে। দু'দেশে সফর করে খেলতে হওয়ায় খুশি নন নিউ জিল্যান্ডের কোচ। স্টেড বলেছেন, "সূচি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে নেই। এটা নিয়ে বেশি ভেবে তাই লাভ নেই। ভারত সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলার সুবিধা পাচ্ছে। আমরা একটা ম্যাচই খেলার সুযোগ পেয়েছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শেখার চেষ্টা করছি সবাই।"

ফাইনালের আগে উত্তেজিত নিউ জিল্যান্ড কোচ। তিনি বলেছেন, "আটটা দলকে নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এখন দুটো দলের প্রতিযোগিতা। সবচেয়ে উত্তেজক পরিস্থিতি। আমরা এখনও পর্যন্ত একটা ম্যাচ হেরেছি। রবিবার ভারতকে হারানোর থেকে খুশির কিছু হতে পারে না আমার জন্য। তবে জিততে হলে আমাদের দারুণ ক্রিকেট খেলতে হবে।"

রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচে যে দিকে চোখ থাকবে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আর একটিই ম্যাচ বাকি। রবিবার দুবাইয়ে ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে নিউ জিল্যান্ড। দু'দল আগেই গ্রুপ পর্বে খেলে ফেলেছে। দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হতে চলেছে তাদের। এক দিনের ক্রিকেটে দুই দল ১১৯ বার মুখোমুখি হয়েছে। ভারত জিতেছে ৬১টি ম্যাচে। নিউ জিল্যান্ড ৫০টি ম্যাচে। একটি টাই এবং সাতটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

দুই দলেই রয়েছেন তারকা ক্রিকেটারেরা। ফলে রবিবার উত্তেজক ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় সমর্থকেরা। পাঁচ দ্বৈরথ নিয়ে আলোচনা করল আনন্দবাজার ডট কম।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিউ জিল্যান্ডের সফলতম বোলার হেনরি। চার ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছেন। তার আগে ত্রিদেশীয় সিরিজে দু'টি ম্যাচে পাঁচটি উইকেট নিয়েছিলেন। হেনরির উপরে দায়িত্ব থাকবে শুভমনকে আটকানোর। চলতি বছরে শুভমন রানের মধ্যে রয়েছেন। দু'টি শতরান এবং দু'টি অর্ধশতরান হয়ে গিয়েছে। তবে গত দু'টি ম্যাচে রান পাননি। শুভমনকে ৮১টি বল করে ৬২ রান হজম করেছেন হেনরি। আগের ম্যাচেই আউট করেছেন শুভমনকে। ডানহাতি ব্যাটারদের ক্ষেত্রে হেনরির গড়ও ভাল। ৮৯টি ইনিংসে ১১৩ জন ডানহাতি ব্যাটারকে আউট করেছেন। শুভমনও ডানহাতি বোলারদের ক্ষেত্রে বেশ ভাল। তাই জমাটি লড়াই হতে পারে।

স্যান্টনারের নিখুঁত বোলিং এবং বৈচিত্র কিউয়িদের অস্ত্র হতে পারে। কোহলিকে বৈচিত্র দিয়ে ঘায়েল করতে পারেন। ইদানীং স্পিনের বিরুদ্ধে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে কোহলির। তবে পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে রান পাননি। স্যান্টনারের বিরুদ্ধে কোহলির গড় ৬০-এর উপর। তবে চার বার আউটও হয়েছেন। কোহলি ২৫৯টি বল খেলে ১৮০ রান করেছেন। ১০৯টি ডট বল খেলেছেন। ডানহাতিদের বিরুদ্ধে স্যান্টনারের গড় বেশ ভাল। সেখানে কোহলি বাঁহাতি স্পিনারদের বিরুদ্ধে ১৫৯৬ রান করলেও, ২৪ বার আউট হয়েছেন।

প্রথম সারির স্পিনার নন। কিন্তু নিউ জিল্যান্ড দলে ব্রেসওয়েলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আংশিক সময়ের স্পিনার হিসাবেও দলকে সাহায্য করতে পারেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চারটি উইকেট নিয়েছিলেন। শ্রেয়সের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ে চোখ থাকবে। কারণ শ্রেয়স যে সময়ে ব্যাট করেন, সেই সময়েই বল করতে আসেন ব্রেসওয়েল। শ্রেয়স স্পিন খারাপ খেলেন না। ডানহাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে ২৮টি ইনিংসে ২১টি উইকেট নিয়েছেন ব্রেসওয়েল। ডানহাতি অফস্পিনারদের বিরুদ্ধে শ্রেয়সের গড় ৬৬-এর কাছাকাছি। মাত্র চার বার আউট হয়েছেন। স্ট্রাইক রেটও ১০০-র উপরে।

বাকি ম্যাচগুলির মতো ফাইনালেও ভারতের বোলিং বিভাগকে নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ শামি। কিউয়িদের জীবন কঠিন করে তুলতে পারেন। দীর্ঘ চোট-আঘাতের পরে শামি ভাল ফর্মে রয়েছেন। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে উইকেট পাননি। তবে ২০২৩ এক দিনের বিশ্বকাপে সাত উইকেট নিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য থাকবে কনওয়েকে আউট করা। শামির আটটি বলে কনওয়ে মাত্র একটি রান করেছেন। এক বার আউট হয়েছেন। ৯৯টি ইনিংসে ৬১ জন বাঁহাতিকে আউট করেছেন শামি। কনওয়ে আবার ডানহাতি পেসারদের বিরুদ্ধে ৩১ ইনিংসে ৫৮৭ রান করেছেন। ১৮ বার আউট হয়েছেন।

জাডেজার বাঁহাতি স্পিন ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনিও নিখুঁত লাইন-লেংথে বোলিং এবং বৈচিত্রের জন্য পরিচিত। তাঁর সামনে পরীক্ষা দিতে হবে উইলিয়ামসনকে। প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক নিজে স্পিন ভালই খেলতে পারেন। জাডেজাকে কী ভাবে সামলান সেটাই দেখার। আটটি এক দিনের ম্যাচে জাডেজার বিরুদ্ধে উইলিয়ামসনের গড় ৬৭। ২০৭ বলে ১৫৯ রান করেছেন। দু'বার আউট হয়েছেন। বাঁহাতি স্পিনারদের বিরুদ্ধে উইলিয়ামসনের ভাল গড় রয়েছে। ৬৭ ইনিংসে ৯২৭ রান করেছেন ৬৬.২১ গড়ে। ডানহাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে ১৮২টি উইকেট রয়েছে জাডেজার।

জাতীয় দলে ফিরতে মরিয়া পুজারা

শেষ বার ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলেছিলেন। তার পর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটে ব্রাত্য চেতেশ্বর পুজারা। তবে জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ইংল্যান্ড সিরিজেই টেস্ট দলে ফিরতে মরিয়া ভারতের এই ক্রিকেটার। নিজেই সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।ফাইনালের সেই ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪১ রান করেছিলেন পুজারা। ভারতীয় দল ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর কারণ দেখিয়ে বাদ দেয় তাঁকে। তবে ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট সিরিজে হারের কারণে অনেক ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স কাঠগড়ায়। পুজারাকে ফেরানোর দাবি তুলছেন অনেকেই।এক সাক্ষাৎকারে পুজারা বলেছেন, "আমি ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছি। সুযোগ পেলে জাতীয় দলে খেলার প্রস্তাব লুফে নেব। এখন খিদেটা আরও বেশি। বয়স বাড়লে পরিশ্রমও বাড়াতে হয়। আমাদের বোলিং ঠিকঠাক আছে। শুধু রানটা ঠিকঠাক করতে হবে। সে রকম ক্রিকেটার রাখতে হবে। বিপক্ষের বোলিংকে সমীহ করতে হবে। ইংল্যান্ডের জেতার সম্ভাবনা নেই, এমন দাবি মানতে রাজি নই।"

নাগপুরে জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে আজ রাজস্থান জয়ে মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরতে মরিয়া ত্রিপুরা দল। প্রতিপক্ষ রাজস্থান। গ্রুপলিগে তৃতীয় ম্যাচ। প্রথম খেলায় বিহারকে ২১ রানে হারানোর পর, দ্বিতীয় ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের কাছে ৬ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করে ত্রিপুরা মহিলা ক্রিকেট দল কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। ছয় দলীয় গ্রুপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা দল কিন্তু জয় পেতে মরিয়া। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের জাতীয় এক দিবসীয় ট্রফি অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের। খেলা হচ্ছে নাগপুরে। আগামীকাল (রবিবার) নাগপুরের জামথায় বিদর্ভ ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ও রাজস্থান পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। যদিও এই স্টেডিয়ামেই গত তিনদিন আগে বিহারকে ২১ রানে পরাজিত করে প্রথম ম্যাচে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। ওই ম্যাচে টস জিতে বিহার প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিলে ত্রিপুরা ৪৯.১ ওভার খেলে ১৫৭ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিহারের ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৩৬ রানে, ৪৩.৫ ওভার খেলে। শুক্রবারের ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের কাছে ত্রিপুরাকে হারতে হয় ছয় উইকেট এর ব্যবধানে। লেডি অমৃতভাই দাগা কলেজ গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৮.১ ওভারে ১১৩ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মধ্যপ্রদেশ ২৫.১ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে বদল হওয়ার সম্ভাবনা!

গত বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি ৩০ জন ক্রিকেটারকে বার্ষিক চুক্তির আওতায় নিয়ে এসেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বাদ পড়েছিলেন শ্রেয়স আয়ার এবং ঈশান কিশন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ভারতীয় বোর্ড নতুন তালিকা প্রকাশ করতে পারে। সেখানে শ্রেয়সের ফেরার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনই গ্রেড পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো ক্রিকেটারদের।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে বার্ষিক চুক্তি ঘোষণা করে তাতে চারটি গ্রেড রয়েছে। সবচেয়ে বেশি টাকা পান গ্রেড এ প্লাসে থাকা ক্রিকেটারেরা। এর পর রয়েছে গ্রেড এ, বি এবং সি। শেষ যে তালিকা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখানে গ্রেড এ প্লাসে ছিলেন চার জন। কোহলি, রোহিতের সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা এবং জসপ্রীত বুমরাহ। সাধারণত যে ক্রিকেটারেরা দেশের হয়ে তিন ধরনের ক্রিকেটেই নিয়মিত খেলেন, তাঁদের সবচেয়ে বেশি টাকা দেওয়া হয়। সেই কারণেই এই চার ক্রিকেটারকে গ্রেড এ প্লাসে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কোহলি, রোহিত এবং জাডেজা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে গত বছর অবসর নিয়েছেন। যে কারণে তাঁদের গ্রেড পরিবর্তন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কোন ক্রিকেটারকে কোন গ্রেডে রাখা হবে, সেটা ঠিক হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর। বোর্ড কর্তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পারফরম্যান্স দেখে কিছু ক্রিকেটারের গ্রেড ঠিক করতে চাইছেন বলে জানা গিয়েছে।গত বার বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ যাওয়া শ্রেয়স এ বার ফিরতে পারেন। তিনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের হয়ে ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটেও খেলেছেন। যে কারণে তাঁকে আবার চুক্তিতে ফেরানো হতে পারে। তবে ঈশানকে হয়তো ফেরানো হবে না। তিনি ভারতের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০২৩ সালের নভেম্বরে। গত দেড় বছরে দেশের হয়ে কোনও ম্যাচ না খেলা এক জনকে চুক্তির আওতায় না আনাটাই স্বাভাবিক।

জাতীয় জুনিয়র হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট বিহারে রাজ্য দলের সিলেকশন ট্রায়াল ১১ মার্চ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত ৪৬ তম জুনিয়র বালক জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২৬ মার্চ থেকে বিহারের জেহানাবাদে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাঁচ দিন ব্যাপী আয়োজিত জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতা চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দল অংশ নেবে বলে স্থির হয়েছে। নির্দিষ্ট বয়সের খেলোয়াড়দের নিয়ে ১১ মার্চ বেলা ১১ টায় উমাকান্ত একাডেমির সামনে হ্যান্ডবল মাঠে সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। এতে সকল সাব ডিভিশন, জেলা তথা সারা রাজ্য থেকে হ্যান্ডবল খেলোয়ারদের অংশ নিতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। সিলেকশন কমিটিতে মোহন পাল সাহা, শ্রীমতি জবা পাল, মধু গোপাল বিশ্বাস এবং বিশেষ অবজারভার হিসেবে সংস্থার সভাপতি ড. সূর্যকান্তপাল এবং অজয় ভট্টাচার্য প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন বলে রাজ্য হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক লিটন রায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পিচেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল!

ক্রিকেটবিশ্বের নজর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। আর ফাইনালের দু'দল ভারত এবং নিউ জিল্যান্ডের চোখ দুবাইয়ের ২২ গজের দিকে। কেমন পিচে হবে রবিবারের ফাইনাল? কতটা সাহায্য পাবেন স্পিনারেরা? ব্যাটারদের জন্য কতটা কঠিন ঠাঁই হবে ২২ গজ? এ সবই এখন দুই শিবিরের ভাবনায়।

পিচ বুঝে প্রথম একাদশ বেছে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিচের চরিত্র বিশ্লেষণে ভুল হলে তার কড়া মাসুল দিতে হতে পারে। দুবাইয়ের যে পিচে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল খেলা হবে, তা একদম নতুন নয়। এই পিচে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একটি ম্যাচ হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ব্যবহৃত পিচে হবে ফাইনাল। গত দু'সপ্তাহ কোনও খেলা হয়নি পিচটিতে। পরিচর্যায় সেটিকে প্রায় নতুন করে তুলেছেন দুবাইয়ের মাঠকর্মীরা। দুবাইয়ের স্টেডিয়ামে মোট ১০টি পিচ রয়েছে। তার চারটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ দু'টি ম্যাচের পিচ ফাইনালের জন্য ব্যবহার করার কথা ভাবেননি আয়োজকেরা। কারণ, এত কম সময়ে ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য পিচ প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না। তাই ভারত-বাংলাদেশ এবং ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ব্যবহৃত পিচের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার কথা ভাবা হয়। সব দিক খতিয়ে দেখে ২৩ ফেব্রুয়ারি খেলা হওয়া পিচে ফাইনাল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আইসিসির এক কর্তা বলেছেন, "ফাইনালের পিচ একদম নতুন নয়। তবে ১৪ দিন সময় পাওয়া গিয়েছে শেষ এক দিনের ম্যাচ হওয়ার পর। এই সময়ের মধ্যে পিচের ক্ষত সারিয়ে আবার নতুন করে তোলা যায়। যেমন ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের পিচও নতুন ছিল না। ২০ ফেব্রুয়ারির ম্যাচের ১৪ দিন আগে ওই পিচে আইএলটি২০র ম্যাচ হয়েছিল। একাধিক বার ব্যবহার হওয়ায় সেই পিচটিকে ফাইনালের জন্য বিবেচনা করা হয়নি। প্রথম থেকেই মাঠকর্মীরা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে কাজ করছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে গুরুত্ব দিয়ে। পিচের পাশাপাশি আউটফিল্ডেরও নিয়মিত যত্ন করা হয়েছে।"

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে পিচ যে রকম আচরণ করেছিল, রবিবার তেমন আচরণ না-ও করতে পারে। মনে করা হচ্ছে, রবিবার দিন-রাতের ম্যাচেও কিছুটা সুবিধা পাবেন স্পিনারেরা। ব্যাটারদের সতর্ক থাকতে হবে। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালের পর জল দেওয়া হয়েছিল পিচে। গত কয়েক দিন দুবাইয়ে বেশ গরম পড়ায় সেই জল শুকিয়ে গিয়েছে। ফলে পিচ কিছুটা মন্থর হতে পারে। আর্দতা বজায় রাখতে প্রায় বিকাল পর্যন্ত ঢেকে রাখা হচ্ছে ফাইনালের ২২ গজ। ফাইনালের আগে হাতে সময় রয়েছে। ব্যাটারদের কথা ভেবে মাঠকর্মীরা আরও রোল করবেন পিচ।

নিউজিল্যান্ডের কী করণীয়? পরামর্শ আসছে পাকিস্তান থেকে

: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও নিউজিল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে বরুণ চক্রবর্তীর ঘূর্ণিতে একদফা পরাস্ত হয়েছে কিউয়িরা। দুবাইয়ে রবিবারের ফাইনালে যাতে সেই ছবিটা দেখা না যায়, তার জন্য পরামর্শ আসছে পাকিস্তান থেকে। প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার শোয়েব আখতার জানিয়ে দিলেন, ভারতকে হারাতে কী করতে হবে স্যান্টনারদের?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে গিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের কাছেও পরাস্ত হয়েছে তারা। এই নিয়ে নিয়মিত সোচ্চার প্রাক্তন পাক তারকারা। এবার ফাইনালে ভারতকে হারানোর মন্ত্র খুঁজছেন তাঁরা। নিউজিল্যান্ডকে পরামর্শ দিচ্ছেন শোয়েব আখতার, "এটা ভুলে যাও যে সামনে ভারত আছে। কখনও ভেবো না, তোমরা দুর্বল দল। স্যান্টনারকে এটা বিশ্বাস করতে হবে। এই গুণটা ওর মধ্যে আছে। অধিনায়ক হিসেবে এই খেতাব জিততে মরিয়া থাকবে ও।"

প্রাক্তন পাক পেসারের সংযোজন, "সঠিক সময়ে সঠিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। রোহিত শর্মার আক্রমণ নিষ্ক্রিয় করতে হবে স্পিনার দিয়ে। তবে আমি মনে করি, ভারত এই ম্যাচে ৭০-৩০-এ এগিয়ে আছে। সেটা ব্যাটিং হোক বা স্পিনার কিংবা পরিপক্কতার জন্য। কিন্তু নিউজিল্যান্ড যদি সেরা খেলাটা খেলতে হবে, তাহলে ম্যাচ জিততেই পারে।"

ভারতের ব্যাটিং যেমন শক্তিশালী, তেমনই কুলদীপ-বরুণরা স্পিন অস্ত্রে ঘায়েল করছেন প্রতিপক্ষকে। কীভাবে সেটাকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে, শোয়েব সেটার শিক্ষা নিতে বলছেন স্টিভ স্মিথের থেকে। তিনি বলেন, "ভারতীয় ব্যাটাররা আলাদা হয়ে যায় রানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার দক্ষতায়। সেই জন্য ওরা বড় রান করতে পারে। বড় রান তাড়াও করতে পারে। তবে স্মিথ দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে ভারতের স্পিন আক্রমণকে নিষ্ক্রিয় করা যায়। সেভাবেই নিউজিল্যান্ডকে ফিল্ডিংয়ের মধ্যে ফাঁকফোকর খুঁজে বের করতে হবে। আর একবার ২০-৩০ রান করে ফেলতে পারলে, সেটাকে ১০০-য় পরিণত করতে হবে।"

সফল অধিনায়ক? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের আগে জানালেন কোচ গম্ভীর

এক দিনের বিশ্বকাপ হাতছাড়া হলেও গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিলেন। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রোহিত শর্মা। তার আগে অধিনায়কের প্রশংসায় মাতলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। কেন রোহিত এত সফল সেটাও জানিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে আইসিসি-র ভিডিয়োয় গম্ভীর বলেছেন, "রোহিত এক জন এটা ভুলে যান। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক। খুব ভাল ছেলে। আমার কাছে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ভাল মানুষ হলে ভাল নেতাও হতে পারবেন। আমার মনে হয় সেই কারণেই ও আইপিএলে এতগুলো ট্রফি জিতেছে এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও হাতে তুলেছে।"

গম্ভীরের সংযোজন, "এখন সেগুলো ইতিহাস। অতীত নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমাদের সামনে নতুন পরীক্ষা রয়েছে। আশা করি রোহিত নিজের সেরা ফর্মে থাকবে। শুধু ব্যাটিং নয়, নেতা হিসাবেও মাঠে নিজের সেরাটা দেবে।"

উল্লেখ্য, রোহিতই একমাত্র অধিনায়ক যিনি আইসিসির চারটি প্রতিযোগিতারই ফাইনালে উঠেছেন। ২০২৩ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিল ভারত। সে বছরই এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল তারা। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠেছিল ভারত। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠল দল। এই চার বারই ভারতের অধিনায়কের নাম রোহিত শর্মা। তিনি ছাড়া বিশ্বের আর কোনও অধিনায়কের এই নজির নেই।

চার বার ফাইনালে উঠলেও রোহিত এখনও পর্যন্ত জিতেছেন একটি। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয়েছে রোহিতকে। এখন দেখার রবিবারের ফাইনালে রোহিত জিততে পারেন কি না।

জয় শাহের আইসিসির কাছে বার বার আর্জি শামির

কোভিড অতিমারির পর বলে থুতু লাগানোর নিয়মে বদল করেছে আইসিসি। আর বোলারেরা বলে থুতু লাগাতে পারেন না। বলের পালিশ ঠিক রাখার জন্য অবশ্য কপালের ঘাম লাগাতে পারেন তাঁরা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাঝে আইসিসির কাছে বার বার আর্জি জানাচ্ছেন মহম্মদ শামি। জয় শাহদের কাছে শামির অনুরোধ, বলে থুতু লাগাতে দেওয়া হোক। পেসারদের একটি বড় অস্ত্র রিভার্স সুইং। বল একটু পুরনো হয়ে গেলে রিভার্স সুইং ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলে। পাকিস্তানের বোলারেরা প্রথম এই রিভার্স সুইং শুরু করেছিলেন। পরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বোলারেরাও সেই কায়দা রপ্ত করেন। শামিও রিভার্স সুইং ভাল করতেন। বল যত পুরনো হয় তত তার পালিশ নষ্ট হয়। কিন্তু রিভার্স সুইংয়ের জন্য ম্যাচের শুরু থেকে বলের একটি দিকের পালিশ ঠিক রাখতে হয়। তার জন্য বোলারেরা থুতুর ব্যবহার করতেন। আইসিসির নিয়মে থুতুর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রিভার্স সুইংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে পেসারদের। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পরে শামি বলেন, "আমরা রিভার্স সুইং করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তার জন্য বলে থুতু লাগাতে হবে। তার জন্য আইসিসির কাছে বার বার আর্জি জানাচ্ছি। রিভার্স সুইং হলে বোলারদের কাছেও অস্ত্র থাকে। কিন্তু এই অস্ত্র না থাকলে পুরনো বলে আউট করা কঠিন।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

দ্রুত বিকাশের দিশায় এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা

আগরতলা, ৮ মার্চ: দ্রুত বিকাশের দিশায় এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সুযোগ্য নেতৃত্বে ওই সাফল্য মিলেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। আরও দাবি, ২০২৩ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা অভূতপূর্ব উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার রাজ্যকে সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন জনমুখী নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরকে উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে সরকার।

সমাজের সকল অংশের মানুষের উন্নয়নকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যেমন - প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার মাধ্যমে ৬.০৮ লক্ষ পরিবারকে ৩.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন রেশন বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ১,৮৩,৪৬১ দরিদ্র পরিবারকে পাকা ঘর প্রদান করা হয়েছে। জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৮১,১৭৭ বাড়িতে নলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনার মাধ্যমে ২, ৩৯,৮৭৫ কৃষককে ২৮৭.১৬ কোটি টাকা সরাসরি আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে ৮১,৩৪৪ পরিবারকে বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ২০.৫৬ লক্ষ লাভার্থী নিবন্ধীকৃত হয়েছে। যার মধ্যে এ পর্যন্ত ৪.৩০ লক্ষ লাভার্থীকে স্বাস্থ্যবিমা সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ৫৩,৯০৮ মেট্রিক টন ধান কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় করা হয়েছে। ৪২৫১২ টি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৪৩৬টি কমিউনিটি শৌচালয়ও নির্মাণ করা হয়েছে। ৪২,৩৯৩ বাড়িতে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা, জাতীয় জীবিকা মিশনে ১,১৯,৯৮৬ মহিলাকে নিয়ে ৯,০৬৬ টি স্ব-সহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে স্ব-রোজগারি করে তোলা হয়েছে। (২০১৮ থেকে এ পর্যন্ত ৫৩,৬২৩ টি স্ব-সহায়ক দলে ৪.৮৪ লক্ষ জনকে যুক্ত করা হয়েছে)।

এর পাশাপাশি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে একাধিক জনমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। গত বছরের ২১ ডিসেম্বর আগরতলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে উত্তর - পূর্বাঞ্চল পর্ষদের ৭২তম প্লেনারি অধিবেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে ২০২৩ সালের ১২ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির সূচনা হয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে ত্রিপুরায়। নতুন ৫১ কি.মি. (২০১৮ থেকে এ পর্যন্ত ৪০৯ কি.মি.) জাতীয় সড়ক, উন্নততর রেল পরিষেবার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের উন্নীতকরণ ও বিমান চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বচ্ছ নিয়োগ-নীতির মাধ্যমে ৫, ৯৭২টি সরকারি চাকরিতে নিয়মিত পদে নিযুক্তি করা হয়েছে (২০১৮ থেকে এ পর্যন্ত ১৭,৬৪৫ টি নিয়মিত পদে নিয়োগ করা হয়েছে)। তাছাড়া এবছর আরো ৮,২৫২টি বিভিন্ন পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে যুবাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে নতুন স্টার্ট-আপ পলিসি-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নতুন শিল্পনীতি চালু করা হয়। গুণগত শিক্ষার বিকাশে জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক বিকাশ সাধন করা হয়েছে। মহিলাদের শিক্ষার বিকাশে কলেজ ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সমূহ উন্নতি সাধনের ফলে পর্যটকদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তপশিলি জনজাতি, তপশিলি জাতি, ওবিসি ও সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা রূপায়ণ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে প্রদেয় স্কলারশিপ অর্থমূল্যের দ্বিগুনেরও বেশি বৃদ্ধি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী দিবসে মহিলা সাংবাদিকদের সম্মাননা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের

আগরতলা, ৮ মার্চ : আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা জানালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাবে রাজ্যের মহিলা সাংবাদিকদের সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জানালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাংবাদিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্যামসুন্দর জুয়েলার্স এর কর্ণধার অর্পিতা সাহা এবং সমাজ সেবী তথা প্রাক্তন সাংবাদিক ফুলন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, সেক্রেটারি জেনারেল অলক ঘোষ, সম্পাদক সৌরজিৎ পাল, যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে সহ সকল সদস্য-সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক এডিশনাল এসপি সুদাম্বিকা আর।

সুদাম্বিকা আর বক্তব্যে মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বশক্তিকরণ নিয়ে আলোচনা করেন। সুদাম্বিকা আর বলেন, মহিলাদের স্বশক্তিকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা প্রতিদিনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হতে হবে। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল মহিলা সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, "আব নেহি তো কাব, হাম নেহি তো কোন?"

এদিকে, শ্যামসুন্দর জুয়েলার্স এর কর্ণধার অর্পিতা সাহা নিজের বক্তব্যে সমাজের এবং নিজের পরিবারের নারীদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার বিষয় তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি উপস্থিত সকল মহিলা সাংবাদিকদের নিজের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা মহিলা সাংবাদিকদের নারী দিবস উপলক্ষে সম্মাননা প্রদান করা হয়। আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ প্রথমবারের মতো "অনন্যা সংবাদ যোদ্ধা" সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে রাজ্যে কর্মরত ৭০ জন মহিলা সাংবাদিককে। এছাড়াও কাজের নিরিখে জাগরণ পত্রিকায় কর্মরতা মহিলা সাংবাদিক রেশমি দেবনাথ কে প্রদান করা হয়েছে "শক্তিরূপা সম্মাননা"। মঞ্চে উক্ত সম্মাননা প্রদান করেন প্রধান অতিথি সুদাম্বিকা আর। এছাড়াও ২০টি মিডিয়া হাউসে একটি করে "ব্লেজার" প্রদান করা হয়েছে।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথিগণ মহিলাদের সশক্তিকরণ এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাদের অবদানের প্রশংসা করেন এবং নারী দিবসের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

শহরে যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। শহরে ভয়ানক যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। গতকাল রাতে আগরতলা দক্ষিণ রামনগর পিসিসি ইট ভাট্টা সংলগ্ন বড় ড্রেনে গাড়ি উল্টে যায়। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে আগরতলা দক্ষিণ রামনগর পিসিসি ইট ভাট্টা সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়ি নর্দমায় পড়ে যায়। অনেক চেষ্টার পরও গাড়ি থেকে চালক মিঠুন চৌহান এবং সহ চালক রাজীব সূত্রধর উঠে আসতে পারেন নি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারীদের আত্মনির্ভর করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ৮ মার্চ: জাগ্রত নারী, জাগ্রত সমাজ' আন্তর্জাতিক নারী দিবস- ৮ই মার্চ, ২০২৫ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের নারীদের আত্মনির্ভর করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছেন। রাজ্যেও বর্তমান সরকার নারীদের আত্মনির্ভর করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। আজ আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে বাইসাইকেল র‍্যালি এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সূচনা করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় সাংবাদিকদের একথা বলেন। আজ সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে প্রথমে বাইসাইকেল র‍্যালি, পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের মহিলারা যাতে সুরক্ষিত এবং আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারেন সে বিষয়ে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নেও সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশন বাইসাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, যুগ্ম অধিকর্তা বিমল চক্রবর্তী ও জন কেলভিন দেববর্মা। রাজ্যের প্রখ্যাত দাবাড়ু আর্শিয়া দাসও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাইসাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহনকারী মহিলাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর ও ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, মহিলা পুলিশের পুলিশ সুপার প্রিয়া মাধুরী প্রমুখ। শোভাযাত্রার শুরুতে অতিথিসহ অংশগ্রহণকারীগণ শপথবাক্য পাঠ করেন।

সমাজে পুরুষের ন্যায় মহিলারাও সমান অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগের অধিকারী

আগরতলা, ৮ মার্চ: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ খোয়াই টাউনহলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনাকালে রাজ্যপাল বলেন, সমাজে পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও সমান অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগের অধিকারী। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেসময় সমাজে নারীরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আমাদের শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থে নারীদের শক্তিরূপে আরাধনা করা হয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশের মূল কারিগর ছিলেন নারীরা। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানেও নারীদের ক্ষমতায়ণ, স্বশক্তিকরণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মকে এই সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এছাড়াও রাজ্যপাল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, বাল্যবিবাহ রোধে, পণপ্রথা রোধে, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের কাজে নারীদেরও আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। সব ক্ষেত্রেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নারীদের আরও এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহরায়, খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশিস নাথ শর্মা, খোয়াই মহিলা থানার ওসি মীনা দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ। অনুষ্ঠানে একটি তথ্যচিত্রও দেখানো হয়। খোয়াই জেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এমন কয়েকজন মহিলাকে পুরস্কৃত করা হয়।

অপরাধমূলক বুদ্ধি নিয়ে কাজ করে সিপিআইএম, তাই সামাজিক মাধ্যমে জনসমাবেশ নিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে : বিজেপি

আগরতলা, ৮ মার্চ : অপরাধমূলক বুদ্ধি নিয়ে কাজ করে সিপিআইএম। সামাজিক মাধ্যমে জনসমাবেশ নিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে তাঁরা। কারণ, এতদিন ধরে তাঁরা রাজ্যে দুঃশাসনের রাজনীতি করেছে। আগামীকালের জনসমাবেশ নিয়ে সিপিএমের অভিযোগকে খণ্ডন করে এমনটাই জবাব দিলেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

এদিন তিনি বলেন, আগামীকালের জনসমাবেশে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। তাছাড়া, উপস্থিত থাকবেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী (ডা.) মানিক সাহা, মন্ত্রী সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বরা। আগামীকালের জনসমাবেশ ঐতিহাসিক জনসমাবেশ হতে চলেছে। তাই তিনি আপামর জনগণকে সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, গত সাত বছরে গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তের সুফল ভোগ করেছেন। তাছাড়া, বিকশিত ভারত বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এই সরকার কাজ করে গেছে। আগামীদিনেও এই লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। এদিন তিনি আরো বলেন, ধাপে ধাপে সিঁড়ি অতিক্রম করে উন্নত ত্রিপুরার গড়ার লক্ষ্যে বিজেপি সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার সরকার জনগণের আশা আশঙ্কা পূরণে সফল হয়েছে। তাঁর নেতৃত্ব ত্রিপুরা উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছেছে। আগামীকালের জনসমাবেশকে ঘিরে রাজ্যের মহিলা, যুবক, কৃষক থেকে শুরু সমাজের সকল অংশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরী হয়েছে।

তাঁর কটাক্ষ, অপরাধমূলক বুদ্ধি নিয়ে কাজ করে সিপিআইএম। সামাজিক মাধ্যমে জনসমাবেশ নিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে তাঁরা। কারণ, এতদিন ধরে তাঁরা রাজ্যে দুঃশাসনের রাজনীতি করেছেন। তাই তাঁরা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়নের ছোঁয়া সহ্য করতে পারছেন না বলে , অভিযোগ করেন তিনি।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন ও গ্লিটেরিয়া মেগা লাকি ড্র উত্তোলন

আগরতলা, ৮ মার্চ: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স তার ঐতিহ্য বজায় রেখে প্রত্যেক বছরের মত এই বছরেও আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কৃতি নারীদের সম্মাননা জানিয়ে উদযাপন করে এবং সেই অনুষ্ঠানেই তারা লাকি ড্র-এর মাধ্যমে বেছে নেন এবারের গ্লিটেরিয়া উৎসবের মেগা লাকি ড্র বিজয়ীদের।

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার খেলার জগতের ৫ জন গর্বের সন্তান, দীপা কর্মকার (জিমন্যাস্টিক্স), আর্শিয়া দাস (দাবা), পরিণীতা রায় (যোগা), গুলটি চৌধুরী (ফুটবল) ও মৌচৈতি দেবনাথ (ক্রিকেট)। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা ও রূপক সাহা তারা প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা ও তাদের ভালোলাগার কথা সবাইকে জানান।

এরপর ত্রিপুরার গর্বের এই পঞ্চ কন্যা।

বিপুল সারা জাগানো গ্লিটেরিয়া উৎসবের মেগা লাকি ড্র এর বিজয়ীদের বেছে নেন।

এই উৎসব মুখর গ্লিটেরিয়া উৎসব- ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি অব্দি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর সব শাখা-শোরুমে সফলতার নিদর্শন এ বাস্তবায়িত হয়।

প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহারের পাশাপাশি বিশেষ ছাড় ও মেগা লাকি ড্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। আজ ত্রিপুরা তথা দেশের গর্ব দীপা কর্মকার , আর্শিয়া দাস ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে আগরতলার শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে সংস্থার সব শাখা শোরুমের মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

মেগা লাকি ড্রয়ে হীরের নেকলেসবিজয়ী হলেন-
চন্দনা সরকার (C-১৫৮৯)
মেগা লাকি ড্রয়ে হীরের নেক-চেইন বিজয়ীরা হলেন-
১)পল্লবী জমাতিয়া (B-১৩৬৩)
২)মিঠুন বনিক (A-১৭৭১)
৩)গোবিন্দ শুক্লা বৈদ্য (C-১১৬৩)

প্রখ্যাত সব খেলোয়াড়রা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে তাদের উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং সমস্ত বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা সমস্ত ক্রেতা বন্ধুদের সংস্থার পাশে থাকার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ত্রিপুরার খেলার জগৎ এর চ্যাম্পিয়নদের সম্মাননা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত উ" তিনি আরও বলেন, "এই বছর, এই চমক আরো বিশেষভাবে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে - কারণ এবার এই উৎসবে আমরা গ্লিটেরিয়াকে আমাদের নিজস্ব ডায়মন্ড ব্র্যান্ড হিসেবে প্রকাশ করি।আমাদের পথ চলায় এটা উল্লেখযোগ্য এক মাইলফলক। আর যাঁদের সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের নিয়ে উদযাপন করার মতো আনন্দ আর কোনো কিছুতেই হয় না। ত্রিপুরা এবং কলকাতা জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গ্রাহক-বন্ধুদের জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। কারণ, গ্রাহকরা যেভাবে গ্লিটেরিয়ার উদ্বোধনের উৎসবে সাড়া দিয়েছেন, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। একইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের তরফে আমরা ফের আশ্বস্ত করছি আগামী দিনে আরো ভালো পরিষেবা, গুণগতমান আর ন্যায্য মূল্য হিসেবে গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আমরা সবসময় তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো।' উৎসব মরসুমের আমেজের রেশ রেখেই আজকের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

নারী দিবসে রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশানের কর্মসূচি

আগরতলা : পথে থাকা লোকদের প্রতিদিন খাবার দেওয়ার পাশাপাশি রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশান সামাজিক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। আজ ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই নারী দিবসে রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশান একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচিতে আগরতলা আইজিএম হাসপাতালের মহিলা ডাক্তার, নার্স ও ক্লিনার মহিলাদের নারী দিবসে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এদিন তাদের ফুলের তোড়া, সার্টিফিকেট ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিন এক স্কুল ছাত্রীকেও সংস্থার পক্ষ থেকে নারী দিবসের সম্মান জানানো হয়। এদিনের কর্মসূচিতে সংস্থার সভাপতি থেকে শুরু করে সম্পাদক, সহ-সম্পাদকসহ সংস্থার এক্সিকিউটিভ বডির সদস্য সহ অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলো। সংস্থার সম্পাদক দীপক পাল আরও জানান, আগামীদিনে আরও সমাজের কল্যাণার্থে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কৈলাসহরে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষ থেকে প্রথম বিভাগীয় সম্মেলনের আয়োজন

আগরতলা, ৮ মার্চ : কৈলাসহরে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষ থেকে শনিবার প্রথম বিভাগীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। আর এই সমাবেশ থেকে বাল্যবিবাহ বন্ধে ব্রাহ্মণদের দায়িত্ব নেওয়ার আবেদন রাখেন শ্রীরামপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি অঞ্জন চক্রবর্তী।

শনিবার দিন কৈলাশহরের পাইতুর বাজারে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষ থেকে প্রথম বিভাগীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে প্রথমেই অফিস গৃহে নারায়ণ পূজা করা হয়। পুজোর শেষে এক রেলি করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা সম্পন্ন করা হয়। এদিন কৈলাশহরের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রথীন্দ্র চৌধুরীর হাত ধরে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং কার্যকরী কমিটি দ্বারা ফিতা কেটে পৌরহিত্য কর্ম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনার পর সমস্ত অতিথিদের উত্তরীয় পড়িয়ে সংবর্ধনা জানান সদস্যরা। এই মহতী অনুষ্ঠান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয়গুরু
শুভ সতেরো তম জন্ম বার্ষিকী ও আঠারোতম জন্মদিন
অন্বেষা সরকার (গুনগুন)
জন্ম: ০৯-০৩-২০০৮ ইং
সদগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস দেবের আশীর্বাদে মুখ ভড়া হাসিতে,দুষ্টুমি ভড়া চোখেতে করলে তুমি সতেরোটি বছর পার।এই শুভ দিনটি তোমার জীবনে আসুক বারবার। আশীর্বাদান্তে:- অপুরাম সরকার (বাবা) ,লিলু দে সরকার (মা), কাকা- কাকিমা,পিসি-পিসুরা, মেসো- মাসিরা, মামা-মামিরা, দাদা-বৌদি-দিদিরা, ভাই-বোনেরা, জামাইবাবুরা সহ আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধবী ও শুভানুধ্যায়ীরা।
মোবাইল:- ৯৪৩৬৫১৮৩৭৮, ৯৪৩৬৪৭০৭৪২

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2025 darpan print.pmd 2
3/9/2025, 1:08 AM